وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ

২২। অমা-লিয়া লা ~ আ'বুদুল্লাযী ফাত্বোয়ারানী অ ইলাইহি তুর্জ্বা'উন্। ২৩। আ আত্তাখিযু মিন্ দূনিহী ~

(২২) কি হল, আমি কি স্রষ্টার ইবাদাত করব না? তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (২৩) আমি কি বানাব তাঁকে

آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

আ- লিহাতান্ ইঁইয়্যুরিদ্নির্ রহমা-নু বিদ্বুররিল্ লা-তুগ্নি 'আন্নী শাফা-'আতুহুম্ শাইয়াঁও অলা-ইয়ুন্ক্বিযূন্।

ছাড়া এমন কোন ইলাহ? রহমান আমার ক্ষতি করলে তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না, উদ্ধারও করতে পারবে না।

إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ

২৪। ইন্নী ~ ইযাল্লাফী দ্বলা-লিম্ মুবীন্। ২৫। ইন্নী ~ আ-মান্তু বিরব্বিকুম্ ফাস্মা'উন্। ২৬। ক্বীলাদ্ খুলিল্

(২৪) এরূপ করলে আমি তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ব। (২৫) শুন, আমি তোমাদের রবে ঈমান আনলাম। (২৬) বলা হল,

الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

জ্বান্নাহ্; ক্বা-লা ইয়ালাইতা ক্বওমী ইয়া'লামূন্। ২৭। বিমা-গফারলী রব্বী অ জ্বা'আলানী মিনাল্ মুক্রমীন্।

জান্নাতে প্রবেশ কর ; বলল, হায়! আমার কওম যদি জানত যে, (২৭) কেন আমার রব আমায় ক্ষমা ও সম্মানিত করলেন,

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن

২৮। অমা ~ আন্যাল্না 'আলা- ক্বওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন্ জুন্দিম্ মিনাস্ সামা — য়ি অমা- কুন্না-মুন্যিলীন্। ২৯। ইন্

(২৮) তারপর তার কওমের বিরুদ্ধে আমি আকাশ হতে কোন বাহিনী পাঠাই নি, পাঠাবারও প্রয়োজন ছিল না। (২৯) এটা

كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم

কা-নাত্ ইল্লা–ছোয়াইহাতাঁও ওয়া-হিদাতান্ ফাইযা-হুম্ খ-মিদূন্। ৩০। ইয়া-হাস্রতান্ 'আলাল্ 'ইবা-দি মা-ইয়া'তীহিম্

তো কেবল একটি আওয়াজ ছিল, ফলে তারা সবই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।(৩০) আক্ষেপ ঐ সকল বান্দাহদের ওপর, যাদের

مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ

মির্ রসূলিন্ ইল্লা-কা-নূ বিহী ইয়াস্তাহ্যিয়ূন্। ৩১। আলাম্ ইয়ারও কাম্ আহ্লাক্না-ক্বব্লাহুম্ মিনাল্

নিকট রাসূল আগমন করলেই তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (৩১) তারা কি দেখে না, ইতোপূর্বে কত জনপদ আমি ধ্বংস

الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

ক্বুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা-ইয়ার্জ্বি'উন্। ৩২। অইন্ কুল্লুল্লাম্মা-জ্বামী'উল্লাদাইনা-মুহ্দ্বোয়ারূন্।

করে দিয়েছি, যারা পুনরায় আর কখনও ফিরে আসবে না?(৩২) আর তাদের সবাইকে আমার কাছে সমবেত করা হবে।

আয়াত-২৩ ঃ অর্থাৎ তোমরা যাদেরকে তোমাদের উপাস্য সাব্যস্ত করেছ, তাদের তো কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাইলে তিনি তা দিতে পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। আর আমি সর্ব শক্তিমান আল্লাহকে বাদ দিয়ে এসব অক্ষম ও অসহায়দের উপাসনা করলে আমি অত্যন্ত পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-২৯ঃ আল্লাহ্ বলেন, তাদের শহীদ হওয়ার পর অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের জন্য আমিও আসমান হতে কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করি নি; বরং তাদের ধ্বংসের জন্য কেবল একটি বিকট ধ্বনিই যথেষ্ট হল। তারা মুহূর্তের মধ্যে মৃত হয়ে পড়ে রইল। আল্লাহ্ অনুতাপ করে বলেন–যখনই তাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, তখনই তারা তাকে বিদ্রূপ করল। এটা বুঝতে চেষ্টা করল না যে, দুনিয়াতে কেউ স্থায়ী ছিল না। (তাফঃ হক্কানী)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। অ আ-ইয়াতুল্লাহুমুল্ আর্দ্বুল্ মাইতাতু আহ্ইয়াইনা-হা অ আখ্রজ্না-মিন্হা-হাব্বান্ ফামিন্হু ইয়া''কুলূন্।
(৩৩) তাদের জন্য নিদর্শন-মৃত ভূমি, যা আমি জীবিত করি, এবং তা থেকে শস্য বের করি যা তারা আহার করে।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪। অজ্বা'আল্না- ফীহা-জ্বান্না-তিম্ মিন্ নাখীলিঁও অআ'না বিঁও অফাজ্জার্না-ফীহা-মিনাল্ 'উইয়ূন্।
(৩৪) আর আমি তাতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুর বাগানসমূহ এবং প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহিত করে দিয়েছি।

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۭ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ

৩৫। লিয়া''কুলূ মিন্ ছামারিহী অমা 'আমিলাত্হু আইদীহিম্; আফালা-ইয়াশ্কুরূন্। ৩৬। সুব্হা-নাল্লাযী খলাক্বল্
(৩৫) যেন তারা ফল খেতে পারে, আর তাদের হাতসমূহ এটা সৃষ্টি করেনি; তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না। (৩৬) পবিত্র মহান

الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ

আয্ওয়াজ্বা কুল্লাহা-মিম্মা-তুম্বিতুল্ আর্দ্বু অমিন্ আন্ফুসিহিম্ অমিম্মা-লা-ইয়া'লামূন্। ৩৭। অআ-ইয়াতুল্লা হুমুল্
সেই সত্বা, যিনি প্রত্যেককে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ জানে না। (৩৭) তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন রাত,

الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ

লাইলু নাস্লাখু মিন্ হুন্নাহা-র ফাইযা-হুম্ মুজ্লিমূন্ ৩৮। অশ্শাম্সু তাজ্বরী লিমুস্তাক্বর্রিল্লাহা-;
আমি তা হতে দিন বের করি, ফলে তারা তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে পড়ে যায়। (৩৮) আর সূর্য নির্দিষ্ট স্থানে পরিভ্রমণ করে,

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٣٩﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ

যা-লিকা তাক্বদীরুল্ 'আযীযিল্ 'আলীম্। ৩৯। অল্ ক্বমার ক্বদ্দার্না-হু মানা-যিলা হাত্তা- 'আ-দা কাল্ 'উর্জ্বূনিল্
এটা পরাক্রমশীল মহাজ্ঞানীর নির্ধারণী। (৩৯) আর আমি চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন স্তর রেখেছি, অবশেষে জীর্ণ খেজুর শাখার

الْقَدِيْمِ ﴿٤٠﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ

ক্বদীম্। ৪০। লাশ্ শাম্সু ইয়াম্বাগী লাহা ~ আন্ তুদ্রিকাল্ ক্বমার অলাল্লাইলু সা-বিক্বুন্ নাহা-র্;
মত হয়ে যায়। (৪০) সূর্যের সাধ্য নেই যে, সে নাগাল পায় চন্দ্রের, রাত-দিনকে অতিক্রম করে না, প্রত্যেকে আপন

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤١﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

অ কুল্লুন্ ফী ফালাকিইঁ ইয়াস্বাহূন্। ৪১। অ আ-ইয়াতুল্লাহুম্ আন্না-হামাল্না যুর্রিয়্যাতাহুম্ ফিল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূন্।
আপন কক্ষ পথে চলে। (৪১) আর তাদের জন্য নিদর্শন হল, আমি তাদের বংশকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছি।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ

৪২। অখলাক্বনা-লাহুম্ মিম্ মিছ্লিহী মা-ইয়ারকাবূন্। ৪৩। অইন্ নাশা''নুগ্রিক্বুহুম্ ফালা-ছোয়ারীখ লাহুম্ অলা-হুম্
(৪২) তাদের জন্য অনুরূপই বানিয়েছি, যেন তারা আরোহণ করে। (৪৩) আর আমি ইচ্ছা করলে ডুবাতে পারি, তখন না সহায়ক পাবে, না পাবে

يُنْقَذُونَ ﴿৪৪﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿৪৫﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ

ইয়ুনক্বাযূন্। ৪৪। ইল্লা-রহ্‌মাতাম্ মিন্না- অমাতা-'আন্ ইলা-হীন্। ৪৫। অইযা-ক্বীলা লাহুমুত্তাক্বূ মা-বাইনা

তারা মুক্তি। (৪৪) কিন্তু আমার অনুগ্রহ কিছুকাল ভোগ করবে। (৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, সামনে ও পেছনের

أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿৪৬﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ

আইদীকুম্ অমা-খল্‌ফাকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন্। ৪৬। অমা-তা'তীহিম্ মিন্ আ-ইয়া-তীম্ মিন্ আ-ইয়া-তি রব্বিহিম্

বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর, যেন তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৪৬) তাদের রবের কোন আয়াত আসলেই তারা তা

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿৪৭﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

ইল্লা-কা-নূ 'আন্‌হা-মু'রিদ্বীন্। ৪৭। অ ইযা- ক্বীলা লাহুম্ আনফিক্বূ মিম্মা-রযাক্বা কুমুল্লা-হু ক্বা-লাল্লাযীনা

হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর রিযিক হতে ব্যয় কর। তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে

كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ ~ আনুত্ব্'ইমু মাল্লাও ইয়াশা — য়ুল্লা-হু আত্ব্'আমাহূ ~ ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-লিম্

বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে আহার করাতে পারেন তাকে কি আমরা আহার করাব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে

مُبِينٍ ﴿৪৮﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿৪৯﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا

মুবীন্। ৪৮। অ ইয়াক্বূলূনা মাতা-হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্ ৪৯। মা-ইয়ানজুরূনা ইল্লা-

আছ। (৪৮) আর বলে, সত্যবাদী হলে বল, কবে এ ওয়াদা পূর্ণ হবে? (৪৯) এরা তো একটি শব্দের অপেক্ষায়, যা

صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿৫০﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ

ছোয়াইহাতাওঁ ওয়া-হিদাতান্ তা''খুযুহুম্ অহুম্ ইয়াখিছ্‌ছিমূন্। ৫০। ফালা-ইয়াস্‌তাত্বী'উনা তাওছিয়াতাঁও অলা ~ ইলা ~

তাদেরকে পাকড়াও করবে এমন অবস্থায় যে, তারা পরস্পর বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে। (৫০) না উপদেশ দিতে সমর্থ হবে, না

أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿৫১﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ *

আহ্‌লিহিম্ ইয়ারজ্বি'উন্। ৫১। অনুফিখ ফিছ্ ছূরি ফাইযা-হুম্ মিনাল্ আজ্‌দা-ছি ইলা-রব্বিহিম্ ইয়ানসিলূন্।

পরিবারে ফিরে যেতে পারবে। (৫১) যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা স্বীয় রবের দিকে কবর হতে ছুটে আসবে।

﴿৫২﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ سكتة هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ

৫২। ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা-মাম্ বা'আছানা-মিম্ মারক্বাদিনা-,হা-যা-মা-অ'আদার্ রহ্‌মা-নু অ ছদাক্বাল্

(৫২) তারা বলবে, হায়! নিদ্রা হতে কে আমাদেরকে জাগ্রত করল? দয়াময় তো এ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, আর

ওয়াক্‌ফে গোফরান　ওয়াক্‌ফে মনযিল　৩ ওয়াক্‌ফে মনযিল　রুকু ২ ১৮ ع　ওয়াক্‌ফে লাযেম

টীকা-১। আয়াত-৪৭ ঃ কাফেররা কিয়ামতের বর্ণনা শুনে বিদ্রূপ ও আশ্চর্যবোধ করে মুসলমানদের বলত, তোমাদের কথানুযায়ী কিয়ামত যদি আসে তবে তোমরা আরামে থাকবে আর আমরা শাস্তিতে থাকব। আচ্ছা বল তো সে কিয়ামত কবে হবে? উত্তরে আল্লাহ বলেন– তাদেরকে এক বিকট ধ্বনির অপেক্ষা করা উচিত। মানুষ তাদের প্রতিদিনের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকবে, অকস্মাৎ এক ভীষণ শব্দ এসে সমস্ত জগত ধ্বংস করে ফেলবে। চল্লিশ বছর পর আবার ইসরাফিলের দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সব মানুষ পুনরায় কবর হতে উঠে বলাবলি করতে থাকবে কে আমাদেরকে ঘুম হতে জাগাল? তখন মু'মিনরা বলবে-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদানুযায়ী এটিই কিয়ামত। (ইবঃ কাঃ, তাফঃ খাযেন)

الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٣﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

মুর্সালূন্। ৫৩। ইন্ কা- নাত্ ইল্লা- ছোয়াইহাতাঁও ওয়া-দাহিদাতান্ ফাইযা-হুম্ জ্বামী'উল্ লাদাইনা-
রাসূলরা সত্যই বলেছেন। (৫৩) ওটা তো হবে কেবল একটি বিকট শব্দ, যার ফলে তাদের সবাই আমার সামনে এসে

مُحْضَرُونَ ﴿٥٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

মুহ্দ্বোয়ারূন্। ৫৪। ফাল্ ইয়াওমা লা-তুজ্লামু নাফ্সুন্ শাইয়াঁও অলা-তুজ্ব্যাওনা ইল্লা-মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্।
উপস্থিত হবে।(৫৪) আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না, এবং প্রত্যেকেই যার যার আমল অনুসারে প্রতিদান পাবে।

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ

৫৫। ইন্না আছ্হা-বাল্ জ্বান্নাতিল্ ইয়াওমা ফী শুগুলিন্ ফাকিহূন্। ৫৬। হুম্ অআয্ওয়া-জুহুম্ ফী জিলা-লিন্
(৫৫) জান্নাতের অধিবাসিরা এ দিন আহ্লাদে নিমগ্ন থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত

عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ

'আলাল্ আর — য়িকি মুত্তাকিয়ূন্। ৫৭। লাহুম্ ফীহা-ফা-কিহাতুঁও অলাহুম্ মা- ইয়াদ্দা'উন্। ৫৮। সালা-মুন্
পালঙ্কে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। (৫৭) সেখানে তারা ফল-মূল পাবে, ইচ্ছা মত সব পাবে। (৫৮) দয়ালু রবের

قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

ক্বওলাম্ মির্ রব্বির্ রহীম্। ৫৯। ওয়াম্তা-যুল্ ইয়াওমা আইয়ুহাল্ মুজ্রিমূন্। ৬০। আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম্
পক্ষ হতে বলা হবে 'সালাম', (৫৯) আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। (৬০) আমি কি তোমাদেরকে

يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ

ইয়া-বানী ~ আ-দামা আল্লা-তা'বুদুশ্ শাইত্বোয়া-না ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ মুবীন্। ৬১। অআ নি'বুদূনী
বলিনি? হে বণী আদম! শয়তানের উপাসনা কর না? সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(৬১) আর কেবল মাত্র আমারই দাসত্ব

هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۞

হা-যা-ছির্- তুম্ মুস্তাক্বীম্। ৬২। অলাক্বদ্ আদ্বোয়াল্লা মিন্কুম্ জ্বিবিল্লান্ কাছীর-; আফালাম্ তাকূনূ তা'ক্বিলূন্।
কর, এটাই সরল পথ। (৬২) আর শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞

৬৩। হা-যিহী জ্বাহান্নামুল্লাতী কুন্তুম্ তূ'আদূন্। ৬৪। ইছ্লাওহাল্ ইয়াওমা বিমা-কুন্তুম্ তাক্ফুরূন্।
(৬৩) এটাই সে জাহান্নাম যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। (৬৪) তোমাদের কুফ্রীর কারণে আজ তাতে প্রবেশ কর।

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا

৬৫। আল্ইয়াওমা নাখ্তিমু 'আলা ~ আফ্ওয়া-হিহিম্ অ তুকাল্লিমুনা ~ আইদীহিম্ অতাশ্হাদু আর্জুলুহুম্ বিমা-কা-নূ
(৬৫) আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব, এদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, এদের পা এদের কৃতকর্মের

يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٧﴾

ইয়াক্সিবূন্। ৬৬। অলাও নাশা — য়ু লাত্বোয়ামাস্না-'আলা ~ আ' ইয়ুনিহিম্ ফাস্তাবাক্বুছ্ ছির-ত্বোয়া ফাআন্না-ইয়ুব্ছিরূন্।
সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের চোখ নষ্ট করেদিতে পারি, পথ চলতে চাইলে তারা কিভাবে দেখবে?

৪ রুকূ ১৭ ৩

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٨﴾

৬৭। অলাও নাশা — য়ু লামাসাখ্না-হুম্ 'আলা-মাকা-নাতিহিম্ ফামাস্ তাত্বোয়া-'উ মুদ্বিয়্যাওঁ অলা- ইয়ার্জ্বিউন্।
(৬৭) আর আমি ইচ্ছা করলে স্ব-স্ব স্থানে বিকৃত করতে পারতাম, চলতে পারত না, প্রত্যাবর্তন করতেও পারত না।

وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

৬৮। অ মান্ নু'আ ম্মির্হু নুনাক্কিস্হু ফিল্ খল্ক্ব্ ; আফালা-ইয়া'ক্বিলূন্। ৬৯। অমা-'আল্লাম্না-হুশ্ শি'রা অমা-
(৬৮) যাকে আমি দীর্ঘ জীবন দিই তার আকৃতি কুজো করি, তবুও কি তারা বুঝবে না? (৬৯) আমি তাকে কবিতা শিখাই নি,

يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ

ইয়াম্বাগী লাহ্; ইন্ হুওয়া ইল্লা-যিক্রুঁও অক্বুরআ-নুম্ মুবীন্।৭০। লিইয়ুন্যির মান্ কা-না হাইয়্যাও অ ইয়াহিক্ব্ কুল্
এবং এটা তার জন্য উচিতও নয়, এটা তো সুস্পষ্ট কোরআন।(৭০) যেন যারা জীবিত তাদেরকে সাবধান ও কাফেরদের

الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ

ক্বওলু 'আলাল্ কা-ফিরীন্। ৭১। আওয়া লাম্ ইয়ারাও আন্না-খলাক্না-লাহুম্ মিম্মা-'আমিলাত্ আইদীনা ~ আন্'আ-মান্ ফাহুম্
বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়। (৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্য নিজ হাতে গড়া জীব সৃষ্টি করলাম, ফলে তারাই

لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

লাহা-মা-লিকূন্।৭২। অ যাল্লাল্না-হা লাহুম্ ফামিন্হা- রকূবুহুম্ অ মিন্হা-ইয়া''কুলূন্।৭৩। অলাহুম্ ফীহা-মানা-ফি'উ
তার মালিক। (৭২) সেগুলোকে তাদের অনুগত করেছি, তারা কিছুতে আরোহণ করে, কিছু খায়। (৭৩) তাতে তাদের উপকার

وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ

অমাশা-রিব্; আফালা- ইয়াশ্কুরূন্। ৭৪। অত্তাখযূ মিন্ দূনিল্লা-হি আ-লিহাতাল্ লা'আল্লাহুম্
ও পানীয় আছে। তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ্ নিয়েছে, যেন তারা সাহায্য প্রাপ্ত

يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنكَ

ইয়ুন্ছোয়ারূন্। ৭৫। লা-ইয়াস্তাত্বী'উনা নাছ্রহুম্ অহুম্ লাহুম্ জুন্দুম্ মুহ্দোয়ারূন্।৭৬। ফালা- ইয়াহ্যুন্কা
হবে। (৭৫) এসব ইলাহ তাদের কোনই সাহায্য করতে পারে না, বরং তাদের বাহিনীরূপে হাযির হবে। (৭৬) অতঃপর আপনাকে

قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا

ক্বওলুহুম্; ইন্না-না'লামু মা-ইয়ুসির্রূনা অমা-ইয়ু'লিনূন্। ৭৭। আওয়ালাম্ ইয়ারল্ ইন্সা-নু আন্না-
তাদের কথা যেন পীড়া না দেয়। আমি অবশ্যই অবগত আছি তাদের গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু। (৭৭) মানুষ ভাবে না, তাকে

ওয়াক্বফে লাযেম

خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٨﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط

খলাক্ব্না-হু মিন্ নুত্ব্ফাতিন্ ফাইযা-হুঅ খছীমুম্ মুবীন্। ৭৮। অ দ্বোয়ারাবা লানা-মাছালাঁও অ নাসিয়া খল্ক্বাহূ;
শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি? ফলে সে বিতর্কিত হয়। (৭৮) আর আমার জন্য উপমা প্রদান করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٩﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ

ক্ব-লা মাইঁ ইয়ুহ্য়িল্ 'ইজোয়া-মা অহিয়া রমীম্। ৭৯। ক্বুল্ ইয়ুহ্য়ীহাল্লাযী ~ আন্শায়াহা ~ আওঅলা
কথা বলে, কে তাকে জীবিত করবে এ হাড়সমূহ যখন পঁচে গলে যাবে?(৭৯) আপনি বলেদিন তিনিই প্রাণ দেবেন যিনি

مَرَّةٍ ط وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۨ ﴿٨٠﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ

মার্রাহ্; অহুওয়া বিকুল্লি খল্ক্বিন্ 'আলীমুনি। ৮০। ল্লাযী জ্বা'আলা লাকুম্ মিনাশ্ শাজ্বারিল্
প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সব সৃষ্টি সম্বন্ধে অবগত আছেন। (৮০) যিনি সবুজ বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য আগুন

الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨١﴾ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ

আখ্দ্বোয়ারি না-রন্ ফাইযা ~ আন্তুম্ মিন্হু তূক্বিদূ ন্। ৮১। আওয়া লাইসাল্লাযী খলাক্বস্
প্রদান করেন, অতঃপর যা থেকে তোমরা আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। (৮১) আর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী তিনিই সৃষ্টি

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া বিক্ব-দিরিন্ 'আলা ~ আইঁ ইয়াখ্লুক্ব মিছ্লাহুম্; বালা-অহুওয়াল্ খল্লাক্ব্ল্
করেছেন, সুতরাং তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি তিনি সক্ষম নন? নিশ্চয়ই তিনিই (পুনঃ সৃষ্টিতে) সক্ষম, তিনি মহানস্রষ্টা,

الْعَلِيْمُ ﴿٨٢﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

'আলীম্। ৮২। ইন্নামা ~ আম্রুহূ ~ ইযা ~ আর-দা শাইয়ান্ আইঁ ইয়াক্বূলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্
মহাজ্ঞানী।(৮২) তাঁর বিষয় হল, যখন তিনি কোন বস্তু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন 'হও' বলেন, আর অমনি তা হয়ে যায়।

ع ৫ ১৬ 4 রুকূ

فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। ফাসুব্হা-নাল্ লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িঁও অ ইলাইহি তুর্জ্বাউ'ন্
(৮৩) অতএব, পবিত্র সত্বা তিনি, যাঁর হাতে সব কিছুর পূর্ণক্ষমতা তাঁর দিকেই তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।

সূরা ছোয়া-ফ্ফা-ত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৮২
রুকূ ঃ ৫

মঞ্জিল ৬

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ

১। অছ্ছোয়া — ফ্ফা-তি ছোয়াফ্ফা-। ২। ফায্যা-জ্বির-তি যাজ্ব্ র-। ৩। ফাতা-লিয়া-তি যিক্র-। ৪। ইন্না-ইলা-হাকুম্ লাওয়া-হিদ্।
(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। (২) যারা ধমক দাতা তাদের। (৩) যারা কুরআন তেলাওয়াতকারী। (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ

৫। রব্বুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি অমা-বাইনাহুমা-অরব্বুল্ মাশা-রিক্ব্। ৬। ইন্না-যাইয়্যান্নাস্ সামা — য়াদ্
(৫) যিনি আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী এবং মধ্যবর্তী সব কিছুর রব এবং উদয়স্থলের রব। (৬) নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ার নিকট-

الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۣ الْكَوَاكِبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى

দুন্‌ইয়া-বিযীনাতিনিল্ কাওয়া-কিব্। ৭। অ হিফ্‌জোয়াম্ মিন্ কুল্লি শাইত্বোয়া-নিম্ মা-রিদ্। ৮। লা-ইয়াস্ সাম্মা'উনা ইলাল্
আকাশকে সুন্দর করেছি নক্ষত্র দ্বারা। (৭) প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান হতে রক্ষা করেছি। (৮) ফলে উর্দ্ধ জগতের কিছুই

الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝٩ اِلَّا

মালায়িল্ আ'লা-অইয়ুক্ব্‌যাফূনা মিন্ কুল্লি জ্বা-নিব্। ৯। দুহূরঁও অলাহুম্ 'আযা-বুঁও ওয়া-ছিব্। ১০। ইল্লা-
শুনতে পায় না, সকল দিক হতে উল্কা নিক্ষিপ্ত হয়'। (৯) তাড়ানোর জন্য, তাদের জন্য রয়েছে চিরশাস্তি। (১০) কিন্তু

مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ

মান্ খত্বিফাল্ খত্ব্‌ফাতা ফাআত্‌বা'আহূ শিহা-বুন্ ছা-ক্বিব্। ১১। ফাস্‌তাফ্‌তিহিম্ আহুম্ আশাদ্দু খল্‌ক্বান্ আম্মান্
(শয়তান) হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কা তার পিছু ছুটে।(১১) জিজ্ঞাসা করুন, তাদেরকে সৃষ্টি কঠিন, না আমি অন্য যা কিছু

خَلَقْنَا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ۝١٢ وَاِذَا ذُكِّرُوْا

খলাক্ব্‌না-; ইন্না খলাক্ব্‌নাহুম্ মিন্ ত্বীনিল্ লা-যিব্। ১২। বাল্ 'আজ্বিব্‌তা অ ইয়াস্‌খরূন্। ১৩। অইযা-যুক্কিরূ
সৃষ্টি করেছি তা ? তাদেরকে কাদা মাটিতে সৃষ্টি করেছি।(১২) বরং আপনি তো বিস্মিত হন, আর তারা ঠাট্টা করে।(১৩) আর উপদেশ

لَا يَذْكُرُوْنَ ۝١٣ وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۝١٤ وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ *

লা-ইয়ায্‌কুরূন্। ১৪। অইযা-রয়াও আ-ইয়াতাইঁ ইয়াস্‌তাস্ খিরূন্। ১৫। অক্বা-লূ ~ ইন্ হাযা ~ ইল্লা-সিহ্‌রুম্ মুবীন্।
দিলে গ্রহণ করে না। (১৪) নিদর্শন দেখলে বিদ্রূপ করে। (১৫) এবং বলে, এটা তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝١٦ اَوَاٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ *

১৬। আ ইযা-মিত্‌না-অকুন্না-তুর-বাঁও অ ঈজোয়া-মান্ আইন্না-লামাব্'উছূন্। ১৭। আওয়া আ-বা — য়ুনাল্ আউয়্যালূন্।
(১৬) মরেগেলে তো মাটি ও অস্থি হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরুত্থিত হব?(১৭) আর আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও কি?

۝١٨ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۝١٨ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ

১৮। কুল্ না'আম্ অআন্‌তুম্ দা-খিরূন্। ১৯। ফাইন্নামা-হিয়া যাজ্‌রতুঁও ওয়া-হিদাতুন্ ফাইযা-হুম্ ইয়ান্‌জুরূন্।
(১৮) আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে। (১৯) বস্তুত তা তো এক বিকট শব্দ, তখনই তারা দেখতে পাবে।

আয়াত-৬ ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারককাসমূহ পৃথিবীর উপরস্থিত আসমানে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে জ্যোতির্বিদগণের নিকট তারকাসমূহ বিভিন্ন আসমানে থাকবার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই, উপযুক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হলেও তারকারাজি দিয়ে এ আসমানকে সজ্জিত করা সম্ভব। (বঃ কোঃ) আয়াত-৭ ঃ ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বে শয়তানরা উর্ধ্বাকাশে পৌছে আল্লাহ্‌র হুকুমসমূহ শ্রবণ করে একটি সত্যের সাথে নয়টি মিথ্যা যুক্ত করে নিত। তখনও তারা উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দ্বারা প্রহৃত হত। কিন্তু মহানবী (ছঃ)-এর আবির্ভাবের পর তারা আর উর্ধ্বাকাশে পৌছে চুরি করে আল্লাহ্‌র কোন হুকুম শুনতে পারে না। কোন শয়তান অকস্মাৎ ঐরূপ চেষ্টা করলে, অমনি একটি উজ্জ্বল তারকা তার পশ্চাতে ছুটে তাকে ভস্ম করে ফেলে। ফলে, সে কোন খবর যমীনে পৌছাতে সক্ষম হয় না। (ইব্ঃ কাঃ)

১ ع ২১ ৫ রুকু

(২০) وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ (২১) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ☆

২০। অ ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা-হা-যা- ইয়াওমুদ্দীন্। ২১। হা-যা-ইয়াওমুল্ ফাছ্লিল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তুকায্যিবূন্।

(২০) এবং বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটাই তো কর্মফল দিন। (২১) এটা সেই ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

(২২) اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ (২৩) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

২২। উহ্শুরু ল্লাযীনা জোয়ালামূ অআয্ওয়া- জ্বাহুম্ অমা-কা-নূ ইয়া'বুদূন্। ২৩। মিন্ দূনিল্লা-হি

(২২) একত্র কর জালিমদেরকে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদের উপাস্যকে, যাদের এবাদত করত। (২৩) আল্লাহ ছাড়া এবং

• এক চতুর্থাংশ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ (২৪) وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ (২৫) مَا لَكُمْ لَا

ফাহ্দূ হুম্ ইলা-ছির-ত্বিল্ জ্বাহীম্। ২৪। অ ক্বিফূহুম্ ইন্নাহুম্ মাস্য়ূলূন্। ২৫। মা-লাকুম্ লা-

তাদেরকে জাহান্নামের পথে চালাও,(২৪) তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে। (২৫) এখন কি হল, তোমরা পরস্পর

تَنَاصَرُوْنَ (২৬) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ (২৭) وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

তানা-ছোয়ারূন্। ২৬। বাল্ হুমুল্ ইয়াওমা মুস্তাস্লিমূন্। ২৭। অআক্ববালা বা'দ্বু হুম্ 'আলা- বা'দ্বিই

সহযোগিতা কর না? (২৬) বরং ওই দিন তারা আত্মসমর্পণ করবে। (২৭) এবং সামনা-সামনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ

يَّتَسَآءَلُوْنَ (২৮) قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ (২৯) قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا

ইয়াতাসা — য়ালূন্। ২৮। ক্বা-লূ ~ ইন্নাকুম্ কুন্তুম্ তা''তূনানা -'আনিল্ ইয়ামীন্। ২৯। ক্বা-লূ বাল্ লাম্ তাকূ নূ

করা হবে। (২৮) দুর্বল সবলদের বলবে, তোমরা তো শক্তি নিয়ে আগমন করতে। (২৯) সবলরা বলবে, তোমরা মূলতঃ

مُؤْمِنِيْنَ (৩০) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ج بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ (৩১) فَحَقَّ

মু'মিনীন্। ৩০। অমা-কা-না লানা- 'আলাইকুম্ মিন্ সুল্ত্বোয়া- নিম্ বাল্ কুন্তুম্ ক্বওমান্ ত্বোয়া-গীন্। ৩১। ফাহাক্ব্ক্ব

মু'মিনই ছিলে না। (৩০) আর তোমাদের ওপর আমাদের কোন হাত ছিল না, বরং তোমরা সীমালংঘণকারী। (৩১) আমাদের

عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا صلے اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ (৩২) فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ (৩৩) فَاِنَّهُمْ

'আলাইনা-ক্বওলু রব্বিনা ~ ইন্না- লাযা — য়িক্বূন্। ৩২। ফাআগ্ওয়াইনা-কুম্ ইন্না-কুন্না-গ-ওয়ীন্। ৩৩। ফাইন্নাহুম্

ব্যাপারে রবের কথা সত্য হল। আমরা অবশ্যই শাস্তি পাব, আমরা ভ্রান্ত হয়ে তোমাদেরকে ভ্রান্ত করলাম। (৩৩) সেদিন সবাই

يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ (৩৪) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ (৩৫) اِنَّهُمْ

ইয়াওমায়িযিন্ ফিল্ 'আযা-বি মুশ্তারিকূন্। ৩৪। ইন্না-কাযা-লিকা নাফ্'আলু বিল্মুজ্ রিমীন্। ৩৫। ইন্নাহুম্

আযাবে শামীল হবে। (৩৪) আর আমি দোষীদের সাথে এরূপই করে থাকি। (৩৫) তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ

كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لا يَسْتَكْبِرُوْنَ (৩৬) وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا

কা-নূ ~ ইয়া-ক্বীলা লাহুম্ লা ~ ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইয়াস্তাক্বিরূন্। ৩৬। অ ইয়াক্বূলূনা আয়িন্না-লাতা-রিকূ ~ আ-লি হাতিনা-

ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তখন তারা অহংকার করত। (৩৬) এবং বলত, এক উন্মাদ কবির কথায় কি আমরা আমাদের ইলাহকে

لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا

লিশা-ইরিম্ মাজ্নূন্। ৩৭। বাল্ জ্বা — য়া বিল্হাক্বক্বি অছোয়াদ্দাক্বল্ মুরসালীন্। ৩৮। ইন্নাকুম্ লাযা — য়িক্বুল্

ছেড়ে দেব? (৩৭) বরং তিনি হক নিয়ে এসেছেন, রাসূলদেরকে সমর্থন করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই ভোগ

الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

'আযা-বিল্ আলীম্। ৩৯। অমা-তুজ্যাওনা ইল্লা-মা-কুন্তুম্ তা'মালূন্। ৪০। ইল্লা-'ইবা দাল্লা-হিল্

করবে কঠিন শাস্তি। (৩৯) আর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল প্রাপ্ত হবে। (৪০) যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তারা

الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي

মুখ্লাছীন্। ৪১। উলা — য়িকা লাহুম্ রিয্ক্বুম্ মা'লূম্। ৪২। ফাওয়া-কিহু অহুম্ মুক্রমূন্। ৪৩। ফী

ছাড়া। (৪১) তারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্দিষ্ট রিয়্কি প্রাপ্ত হবে। (৪২) ফলমূল ও সম্মান প্রাপ্ত হবে। (৪৩) তারা থাকবে

جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾

জ্বান্না-তিন্ নাঈ'ম্। ৪৪। 'আলা-সুরুরিম্ মুতাক্বাবিলীন্। ৪৫। ইয়ুত্বোয়া-ফু 'আলাইহিম্ বিকা''সিম্ মিম্ মা'ঈম্।

নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। (৪৪) তারা সামনা-সামনি আসনে উপবেশন করবে। (৪৫) তাদের চারদিকে সুরাপূর্ণ পাত্র ঘুরবে,

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ

৪৬। বাইদ্বোয়া — য়া লায্ যাতি ল্লিশ্ শা-রিবীন্। ৪৭। লা-ফীহা-গাওলুঁও অলা-হুম্ 'আন্হা-ইয়ুন্যাফূন্। ৪৮। অ 'ইন্দাহুম্

(৪৬) তা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত শুভ্র ও সুস্বাদু।(৪৭) তাতে ক্ষতি থাকবে না, আর মাতালও হবে না। (৪৮) তাদের কাছে

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

ক্বু-ছির-তুত্ব্ ত্বোয়ার্ফি 'ঈন্। ৪৯। কাআন্নাহুন্না বাইদ্বুম্ মাক্নূন্। ৫০। ফাআক্ব্বালা বা'দ্বুহুম্ 'আলা-

থাকবে আনত নয়না প্রশান্ত চক্ষু বিশিষ্ট হুররা। (৪৯) যেন রক্ষিত ডিম। (৫০) তারা সামনা সামনি উপবেশন করে পরস্পরকে

بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَئِنَّكَ

বা'দ্বিই ইয়াতাসা — য়ালূন্। ৫১। ক্বু-লা ক্বু — য়িলুম্ মিন্হুম্ ইন্নী কা-না লী ক্বারীন্। ৫২। ইয়াক্বূলু আইন্নাকা

জিজ্ঞাসাবাদ করবে।(৫১) তাদের মধ্য থেকে একজন বলবে, আমার এক সাথী ছিল;(৫২) সে আমাকে বলত, তুমি কি

لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ

লামিনাল্ মুছোয়াদ্দিক্বীন্। ৫৩। আ ইযা-মিত্না-অকুন্না- তুরা-বাঁও অ 'ইজোয়া- মান্ য়াইন্না- লামাদীনূন্। ৫৪। ক্বু-লা

এ কথা বিশ্বাস কর যে, (৫৩) মরে মাটি ও অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? (৫৪) আপনি বলবেন,

আয়াত-৪১ঃ এটি তৃতীয় কাহিনী, সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর এ কাহিনী বলা হচ্ছে। তিনি যখন খুব পীড়িত হলেন, তখন শয়তান মানব আকৃতি ধারণ করে তার স্ত্রীকে বলল, আমি চিকিৎসক, আইয়ুব আরোগ্য লাভ করতে চাইলে বলবে, আমিই এ রোগ উপশম করেছি, এতদ প্রচার ব্যতীত আমি অন্য কোন অর্থ কড়ি কামনা করছি না। স্ত্রী হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে একথা বললে তিনি বললেন, সে তো ছিল একজন শয়তান! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ করলে আমি তোমাকে একশ'টি বেত মারব। এরূপে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনানুসারে বর্ণিত আছে, হযরত আইয়ুব (আঃ) এ বিষয়ে অত্যন্ত বিমর্ষিত হয়ে বলেছিলেন, আমার পীড়ার সুযোগে শয়তানের এত স্পর্ধা বেড়ে গেছে যে, আমার অন্তরঙ্গ স্ত্রী দ্বারাই এরূপ শিরকযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করাতে চায়। যদিও এটি ভিন্ন অর্থে শিরক থাকে না। (মসনদে আহমদ)

هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٥﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَّ

হাল্ আন্তুম্ মুত্ত্বোয়ালি'উন্। ৫৫। ফাত্ত্বোয়ালা'আ ফারয়া-হু ফী সাওয়া — য়িল্ জ্বাহীম্। ৫৬। ক্বা-লা তাল্লা-হি ইন্ কিত্তা
তোমরা কি তাঁকে দেখতে চাও? (৫৫) দেখবে যে, সে জাহান্নামে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে

لَتُرْدِينِ ﴿٥٧﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٨﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ

লা-তুর্দীন্। ৫৭। অলাওলা- নি'মাতু রব্বী লাকুন্তু মিনাল্ মুহ্দ্বোয়ারীন্। ৫৮। আফামা-নাহ্নু বিমাইয়্যিতীন্।
ধ্বংস করছিলে। (৫৭) আর রবের অনুগ্রহ যদি না থাকত, তবে আমিও আটক হতাম।(৫৮) আমরা কি এখন আর মরব না।

﴿٥٩﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٦٠﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৫৯। ইল্লা-মাওতাতানাল্ উলা-অমা-নাহ্নু বিমু'আয্যাবীন্। ৬০। ইন্না হাযা-লাহুওয়াল্ ফাওযুল্ 'আজীম্।
(৫৯) আমাদের শুধু প্রথম মৃত্যু আমরা কি আর শাস্তিও প্রাপ্ত হব না? (৬০) নিঃসন্দেহে এটা বিরাট সাফল্য।

﴿٦١﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦٢﴾ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ

৬১। লিমিছ্লি হা-যা-ফাল্ইয়া'মালিল্ 'আ-মিলূন্। ৬২। আ যা-লিকা খইরুন্ নুযুলান্ আম্ শাজারতুয্ যাক্কূম্।
(৬১)এ ধরনের সফলতার জন্য কর্মপরায়নদের কর্ম করা উচিত। (৬২) আর এটাই কি আপ্যায়নে উত্তম, না কি যাক্কুম বৃক্ষ?

﴿٦٣﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ

৬৩। ইন্না- জা'আল্না-হা-ফিত্নাতা লিজ্জ্ জোয়া-লিমীন্। ৬৪। ইন্নাহা-শাজ্বারতুন্ তাখ্রুজু ফী ~ আছ্লিল্ জ্বাহীম্।
(৬৩) আমিই তা পরীক্ষার জন্য বানিয়েছি জালিমদের জন্য। (৬৪)এটা এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামের নিচ হতে বের হয়।

﴿٦٥﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٦﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا

৬৫। ত্বোয়াল্'উহা-কাআন্নাহূ রুয়ূসুশ্ শাইয়া-ত্বীন্। ৬৬। ফাইন্নাহুম্ লাআ- কিলূনা মিন্হা-ফামা-লিয়ূনা মিন্হাল্
(৬৫) তার মোচা যেন শয়তানের মাথা। (৬৬) অতঃপর তারা তা আহার করবে আর পেট পূর্ণ করবে এ বৃক্ষ

الْبُطُونَ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى

বুত্ব্ন্। ৬৭। ছুম্মা ইন্না লাহুম্ 'আলাইহা-লাশাওবাম্ মিন্ হামীম্। ৬৮। ছুম্মা ইন্না মার্জ্বি'আহুম্ লা-ইলাল্
থেকে। (৬৭) আরও তাদের পান করার জন্য থাকবে গরম পানি। (৬৮) অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে আগুনের

الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٧٠﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ

জ্বাহীম্। ৬৯। ইন্নাহুম্ আল্ফাও আ-বা — য়াহুম্ দ্বোয়া — ল্লীন্। ৭০। ফাহুম্ "আলা ~ আ-ছা-রিহিম্ ইয়ুহ্রা'উন্। ৭১। অ লাক্বদ্
দিকে। (৬৯) তারা তো তাদের পূর্বপুরুষকে বিপথে পেয়েছে।(৭০) তাদের অনুসরণে তারাও ধাবিত হয়েছিল। (৭১) আর তাদের

ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ

দ্বোয়াল্লা ক্ববলাহুম্ আক্ছারুল্ আওয়্যালীন্। ৭২। অলাক্বদ্ আর্সাল্না-ফীহিম্ মুন্যিরীন্। ৭৩। ফান্জুর্ কাইফা
পূর্বেও বিপথে ছিল পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ। (৭২) এবং আমি তাদের মধ্যে অনেক সতর্ককারী পাঠিয়েছি। (৭৩) অতঃপর

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ

কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুন্যারীন্।৭৪। ইল্লা- 'ইবা-দাল্লা-হিল্ মুখ্লাছীন্। ৭৫। অলাক্বদ্ না-দা-না নূহুন্

দেখুন, সতর্কপ্রাপ্তদের পরিণতি কি হয়েছিল! (৭৪) শুধু আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ ছাড়া। (৭৫) এবং নূহ্ আমাকে ডাকল,

فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ

ফালানি'মাল্ মুজীবূন্।৭৬। অনাজ্জাইনা-হু অআহ্লাহূ মিনাল্ কার্বিল্ 'আজীম্। ৭৭। অ জ্বা'আল্না-যুর্রিয়্যাতাহূ

আর আমি উত্তম সাড়াদানকারী। (৭৬) আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহাবিপদে উদ্ধার করেছি। (৭৭) তার বংশকে

هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا

হুমুল্ বা-ক্বীন্। ৭৮। অ তারক্না-'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন্। ৭৯। সালা-মুন্ 'আলা নূহিন্ ফিল্ 'আ-লামীন্। ৮০। ইন্না-

দীর্ঘস্থায়ী করেছি। (৭৮) আর আমি পরবর্তীদের জন্য তা শিক্ষণীয় করেছি। (৭৯) সারা বিশ্বে নূহের প্রতি শান্তি। (৮০) আমি

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا

কাযা-লিকা নাজ্ব্যিল্ মুহ্সিনীন্। ৮১। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু''মিনীন্। ৮২। ছুম্মা আগ্রক্ব্না-ল্

পুণ্যবানদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।(৮১) নিঃসন্দেহে সে ছিল মু'মিন বান্দাহ্। (৮২) অতঃপর আমি অন্য সকলকে

الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ

আ-খারীন্। ৮৩। অইন্না-মিন্ শী'আতিহী লাইব্রা-হীম্। ৮৪। ইয্ জ্বা — য়া রব্বাহূ বিক্বল্বিন্ সালীম্। ৮৫। ইয্

নিমজ্জিত করেছি। (৮৩) আর ইব্রাহীম তার দলভুক্ত। (৮৪) যখন সে শুদ্ধ মনে তার রবের কাছে আসল; (৮৫) যখন

قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾

ক্ব-লা লিআবীহি অ ক্বওমিহী মা-যা-তা'বুদূন্। ৮৬। আয়িফ্কান্ আ-লিহাতান্ দূনাল্লা-হি তুরীদূন্।

তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের উপাসনা কর? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ্ চাও?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৭। ফামা-জোয়ানুকুম্ বিরব্বিল্ 'আ-লামীন্। ৮৮। ফানাজোয়ার নাজ্বরতান্ ফিন্নুজূম্। ৮৯। ফাক্ব-লা ইন্নী সাক্বীম্।

(৮৭) বিশ্ব-রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি?(৮৮) অতঃপর সে তারকার দিকে দৃষ্টি দিল। (৮৯) এবং বলল, আমি অসুস্থ।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ

৯০। ফাতাওয়াল্লাও 'আন্হু মুদ্বিরীন্। ৯১। ফার-গ ইলা ~ আ-লিহাতিহিম্ ফাক্ব-লা আলা-তা''কুলূন্। ৯২। মা-লাকুম্

(৯০) তারা তাকে রেখে চলে গেল। (৯১) সে তাদের ইলাহের কাছে গেল, অতঃপর বলল, খাচ্ছ না কেন? (৯২) কি হল,

আয়াত-৭৮ ঃ হযরত নূহ্ (আঃ) সর্বপ্রথম শরীয়তধারী পয়গাম্বর। তিনি তাঁর জাতিকে দীর্ঘদিন হেদায়েত করবার পরও তারা তাঁর উপদেশ মানে নি। তখন তাঁর বদ্ দোয়ায় তারা পানিতে ডুবে মরল। তার পর মানব বংশ তাঁর ছেলে-হাম, শাম ও ইয়াফেসের দ্বারাই পুনরায় শুরু হল। (ইব্নঃ কাঃ) আয়াত-৮৪ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মতে "ক্বালবিন্ সালাম" হল এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। হাসান (রঃ) বলেন এর দ্বারা শিরক হতে মুক্ত অন্তর উদ্দেশ। ইবনুল কাইয়্যম (রঃ) বলেন এটা, যা শিরক, মিথ্যা, হিংসা, ফাসাদ, কপণতা, অহঙ্কার, দুনিয়া ও এর নেতৃত্বের মোহ হতে মুক্ত অন্তর। এ পাঁচটি বস্তু হতে মুক্ত হতে পারলে মনের বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়। শিরক, বিদ্য়াত কামনা, অলসতা ও প্রবৃত্তি। এগুলো আল্লাহ এর নৈকট্য লাভে বাধা প্রদানকারী।

لَا تَنطِقُونَ ۝٩٣ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝٩٤ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ

লা-তান্‌ত্বিকূ্ন্। ৯৩। ফার-গা 'আলাইহিম্ দ্বোয়ারবাম্ বিল্‌ইয়ামীন্। ৯৪। ফাআক্ববালূ ~ ইলাইহি ইয়াযিফ্‌ফূন্।
তোমারা কথা বলছ না কেন? (৯৩) অতঃপর তাদের ওপর সে আঘাত করল। (৯৪) লোকেরা ছুটে আসল।

۝٩٥ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝٩٦ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝٩٧ قَالُوا ابْنُوا لَهُ

৯৫। ক্বা-লা আতা'বুদূনা মা-তান্‌হিতূন্। ৯৬। অল্লা-হু খলাক্বকুম্ অমা-তা'মালূন্। ৯৭। ক্ব-লুব্‌নূ লাহূ
(৯৫) বলল,বানান বস্তুরই কি পূজা কর? (৯৬) আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমাদের তৈরি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। (৯৭) বলল,

بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝٩٨ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝٩٩ وَقَالَ

বুন্‌ইয়ানান্ ফাআল্‌ক্বূহু ফিল্ জ্বাহীম্। ৯৮। ফাআর-দূ বিহী কাইদান্ ফাজ্বা'আল্‌না হুমুল্ আস্‌ফালীন্। ৯৯। অ ক্ব-লা
অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর, জ্বলন্ত আগুনে ফেল। (৯৮) তারা ষড়যন্ত্র করল, আমি তাদেরকে পরাভূত করলাম। (৯৯) আর বলল,

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝١٠١ فَبَشَّرْنَاهُ

ইন্নী যা-হিবুন্ ইলা- রব্বী সাইয়াহ্‌দীন্। ১০০। রব্বি হাব্‌লী মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১০১। ফাবাশ্ শার্‌না-হু
আমি রবের কাছে যাই, যিনি আমাকে দিশা দেবেন। (১০০) হে আমার রব! নেককার সন্তান দাও। (১০১) আমি তাকে

بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝١٠٢ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي

বিগুলা-মিন্ হালীম্। ১০২। ফালাম্মা-বালাগ মা'আহুস্ সা'ইয়া ক্ব-লা ইয়া-বুনাইয়্যা ইন্নী ~ আর-ফিল্ মানা-মি আন্নী ~
সহিষ্ণু পুত্রের সংবাদ প্রদান করলাম। (১০২) যখন তার সঙ্গে চলার বয়স হল, বলল, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি,

أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ

আয্‌বাহুকা ফান্‌জুর্ মা-যা-তার-; ক্ব-লা ইয়া ~ 'আবাতিফ্ 'আল্ মা- তু'মারু সাতাজ্বিদুনী ~ ইন্ শা — য়া
তোমাকে যবাই করব, এখন তোমার মত কি? সে বলল, হে পিতা! নির্দেশ পালন করুন। আল্লাহ চাহে তো আমাকে

اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝١٠٣ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝١٠٤ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ

ল্লা-হু মিনাছ্ ছোয়া-বিরীন্। ১০৩। ফালাম্মা ~ আস্‌লামা অতাল্লাহূ লিল্‌জ্বাবীন্।১০৪। অ না-দাইনা-হু আঁই ইয়া ~ইব্রাহীম্।
ধৈর্যশীল পাবেন। (১০৩) অতঃপর উভয়েই অনুগত হল, সে তাকে শোয়াল। (১০৪) তখন আমি তাকে ডেকে বল্‌লাম, হে ইব্রাহীম!

۝١٠٥ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝١٠٦ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ

১০৫। ক্বদ্ ছোয়াদ্দাক্ব্ তার্ রু''ইয়া-ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্ যিল্ মুহ্‌সিনীন্। ১০৬। ইন্না হা-যা-লাহুওয়াল্
(১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করলে! এভাবেই আমি পুণ্যবানদেরকে পুরস্কৃত করি। (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল

الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝١٠٧ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۝١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝١٠٩ سَلَامٌ

বালা — য়ুল্ মুবীন্। ১০৭। অফাদাইনা-হু বিযিব্‌হিন্ 'আজীম্। ১০৮। অ তারক্‌না- 'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন্। ১০৯। সালা-মুন্
স্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আর আমি তাকে বড় কোরবানীর দ্বারা মুক্তি দিলাম। (১০৮) পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় করলাম। (১০৯) শান্তি

عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١١٠﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١١﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ *

'আলা ~ ইব্রাহীম্। ১১০। কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুহ্‌সিনীন্। ১১১। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু''মিনীন্।
ইব্রাহীমের ওপর।(১১০) এভাবেই পুণ্যবানদেরকে আমি পুরস্কৃত করে থাকি। (১১১) নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাহ।

﴿١١٢﴾ وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١١٣﴾ وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ

১১২। অবাশ্‌শার্‌না-হু বিইস্‌হা-ক্ব নাবিয়্যাম্ মিনাছ্ ছোয়া- লিহীন্। ১১৩। অ বা-রক্‌না-'আলাইহি অ'আলা ~ ইস্‌হা-ক্ব;
(১১২) তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে নবী, পুণ্যবান।(১১৩) তাকেও বরকত দান করেছি এবং ইসহাককেও,

وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ * ع ৩ ৩৯ ৭ রুকু

অমিন্ যুর্‌রিয়্যাতিহিমা-মুহ্‌সিনুঁও অজোয়া-লিমুল্লি নাফ্‌সিহী মুবীন্। ১১৪। অলাক্বদ্ মানান্না- 'আলা- মূসা- অহা-রূন্।
উভয়ের বংশের মধ্যে কতক ছিল সৎ আর কত নিজেদের প্রতি জুলুম করছে। (১১৪) আর মূসা ও হারূনকে দয়া করেছি।

﴿١١٥﴾ وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١١٦﴾ وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ *

১১৫। অনাজ্জাইনা-হুমা-অক্বওমাহুমা-মিনাল্ কার্‌বিল্ 'আজীম্। ১১৬। অনাছোয়ার্‌না-হুম্ ফাকা-নূ হুমুল্ গ-লিবীন্।
(১১৫) আর আমি তাদেরকে ও জাতিকে মহাবিপদ হতে রক্ষা করেছি। (১১৬) তাদেরকে সাহায্য করেছি, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে।

﴿١١٧﴾ وَءَاتَيْنَٰهُمَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿١١٨﴾ وَهَدَيْنَٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٩﴾ وَتَرَكْنَا

১১৭। অআ- তাইনা-হুমাল্ কিতা-বাল্ মুস্‌তাবীন্।১১৮। অহাদাইনা-হুমাছ্ ছির-ত্বোয়াল্ মুস্‌তাক্বীম্। ১১৯। অ তারক্‌না-
(১১৭) আর আমি উভয়কে স্পষ্ট কিতাব দিয়েছি। (১১৮) আর উভয়কে সরল পথে চালিয়েছি। (১১৯) আর আমি তাদের

عَلَيْهِمَا فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٢٠﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢١﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى

'আলাইহিমা-ফিল্ আ-খিরীন্। ১২০। সালা-মুন্ 'আলা-মূসা- অহা-রূন্। ১২১। ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্
উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণের জন্য রেখেছি।(১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম। (১২১) নিশ্চয়ই এভাবেই আমি পুণ্যবানদের

ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٢﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٣﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ *

মুহ্‌সিনীন্।.১২২। ইন্নাহুমা-মিন্ 'ইবা-দিনাল্ মু''মিনীন্ ১২৩। অইন্না-ইল্‌ইয়া-সা-লামিনাল্ মুর্‌সালীন্।
পুরস্কার প্রদান করি।(১২২) নিশ্চয়ই তারা উভয়েই আমার মু'মিন বান্দাহ্। (১২৩) আর ইলিয়াসও ছিল একজন রাসূল।

﴿١٢٤﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٥﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ *

১২৪। ইয্ ক্বা-লা লিক্বওমিহী ~ আলা-তাত্তাক্বূ-ন্।১২৫। আতাদ্'উনা বা'লাওঁ অতাযারূনা আহ্‌সানাল্ খ-লিক্বীন্।
(১২৪) সে তার জাতিকে বলল, সতর্ক হবে কি ?(১২৫) বায়াল (মূর্তি) কেউই কি ডাকবে, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে?

আয়াত-১১৩ ঃ এতে বুঝা গেল যে, প্রথম সু-সংবাদ ছিল ইসহাকের জন্মের। জবাহের সব ঘটনা তাঁরই সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ইহুদীরা ইসহাকের জবেহের কথা স্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে এটি সঠিক নয়। কেননা, ইসহাকের সু-সংবাদের সাথে ইয়াকুবের জন্মের এবং নবী হওয়ার সংবাদও ছিল, যা সূরা হূদে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্‌শ্রবণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অবশ্যই বলতেন যে, উভয় কথা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে জবেহ করা কিভাবে সম্ভব? (মুঃ কোঃ) ২। বনী ইসরাঈলের সব পয়গাম্বর ইসহাক (আঃ)-এর বংশে এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে সমস্ত আরবজাতি জন্মগ্রহণ করে। হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) ও এ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১১৫ ঃ ছেলেদেরকে হত্যা করা, মেয়েদেরকে জীবিত রাখা এবং তাদের দিয়ে নিকৃষ্ট কাজ করানো বড়ই বিপদ ও চিন্তার কারণ ছিল। (ইবঃ কাঃ)

﴿١٢٦﴾ اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٧﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٨﴾ اِلَّا

১২৬। আল্লা-হা রব্বাকুম্ অ রব্বা আ-বা — য়িকুমুল্ আউয়্যালীন্। ১২৭। ফাকায্যাবূহু ফাইন্নাহুম্ লামুহ্দ্বোয়ারূন্। ১২৮। ইল্লা-
(১২৬) আল্লাহ, যিনি তোমাদের ও পূর্বপুরুষের রব? (১২৭) তারা তাকে মিথ্যা বলল তাদের হাযির করা হবে। (১২৮) তবে যারা

عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٩﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ☆

'ইবা-দা ল্লা-হিল্ মুখ্লাছীন্। ১২৯। অ তারক্না-'আলাইহি ফিল্ আ-খিরীন্। ১৩০। সালা-মুন্ 'আলা ~ ইল্ইয়া-সীন্।
আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ তারা ছাড়া। (১২৯) এটা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় করেছি। (১৩০) সালাম শান্তি হোক ইলিয়াসের প্রতি।

﴿١٣١﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَاِنَّ

১৩১। ইন্না-কা-যা-লিকা নাজ্যিল্ মুহ্সিনীন্। ১৩২। ইন্নাহূ মিন্ 'ইবা দিনাল্ মু''মিনীন্। ১৩৩। অ ইন্না
(১৩১) নিশ্চয়ই এভাবেই আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।(১৩২) সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাহ্। (১৩৩) লূত ছিল

لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣٥﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ☆

লূত্বোয়াল্লামিনাল্ মুর্সালীন্ ১৩৪। ইয্ নাজ্জাইনা-হু অ আহ্লাহূ ~ আজ্ মা'ঈন্। ১৩৫। ইল্লা-'আজু যান্ ফিল্গ-বিরীন্।
একজন রাসূল। (১৩৪) আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করেছি। (১৩৫) এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, সে ছিল পেছনে অবস্থানকারিনী।

﴿١٣٦﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ﴿١٣٨﴾ وَبِالَّيْلِ ط

১৩৬। ছুম্মা দাম্মার্নাল্ আ-খরীন্। ১৩৭। অইন্নাকুম্ লাতামুররূনা 'আলাইহিম্ মুছ্বিহীন্।১৩৮। অ বিল্লাইল্;
(১৩৬) পরে অন্যদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছি। (১৩৭) আর প্রাতঃকালে তোমরা তা অতিক্রম করে যাও,(১৩৮) আর সন্ধ্যায়ও;

৪
ع
২৫
৮
রুকু

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٣٩﴾ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤٠﴾ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ☆

আফালা-তা'ক্বিলূন্। ১৩৯। অইন্না ইয়ূনুসা লামিনাল্ মুর্সালীন্। ১৪০। ইয্ আবাকা ইলাল্ ফুল্কিল্ মাশ্হূ ন্।
তবুও কি তোমরা বুঝবে না?(১৩৯) আর নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল একজন রাসূল। (১৪০) যখন সে পালাল বোঝাই নৌকায়,

﴿١٤١﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴿١٤٢﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ فَلَوْلَآ

১৪১। ফাসা-হামা ফাকা-না মিনাল্ মুদ্হাদ্বীন্। ১৪২। ফাল্তাক্বমাহুল্ হূতু অহুওয়া মুলীম্। ১৪৩। ফালাওলা ~
(১৪১) লটারীতে, সে পরাজিত হল।(১৪২) তারপর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল, সে তখন অনুতপ্ত হল। (১৪৩) অনন্তর যদি সে

● অর্ধাংশ

اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٤﴾ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٥﴾ فَنَبَذْنٰهُ

আন্নাহূ কা-না মিনাল্ মুসাব্বিহীন্। ১৪৪। লালাবিছা ফী বাত্নিহী ~ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্। ১৪৫। ফানাবায্না-হু
আল্লাহর তাসবীহ না করত,(১৪৪) তবে তাকে মাছের পেটে থাকতে হত কেয়ামত পর্যন্ত।(১৪৫) অতঃপর আমি তাকে রুগ্নাবস্থায়

بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٦﴾ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٧﴾ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ

বিল্ 'আর — য়ি অহুওয়া সাক্বীম্। ১৪৬। অআম্বাত্না- 'আলাইহি শাজারাতাম্ মিঁই ইয়াক্বত্বীন্। ১৪৭। অআর্সাল্না-হু ইলা-মিয়াতি
তৃণহীন প্রান্তরে ফেললাম।(১৪৬) তার ওপর একটি লাউগাছ উঠালাম। (১৪৭) আর তাকে রাসূল করে লক্ষ অথবা ততধিক

أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٨﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٩﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ

আল্ফিন্ আও ইয়াযীদূন্। ১৪৮। ফাআ-মানূ ফামাত্তা'না-হুম্ ইলা-হীন্। ১৪৯। ফাস্তাফ্তিহিম্ আলিরব্বিকাল্
লোকের কাছে পাঠালাম। (১৪৮) তারা মু'মিন হয়েছে, ফলে তারা কিছুকাল জীবন উপভোগ করেছে। (১৪৯) জিজ্ঞাসা করুন, রবের

ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ

বানা-তু অলাহুমুল্ বানূন্।১৫০। আম্ খালাক্বনাল্ মালা — য়িকাতা ইনা-ছাঁও অহুম্ শা-হিদূন্।১৫১। আলা ~ ইন্নাহুম্ মিন্ -
জন্য কন্যা ও তাদের জন্য পুত্র? (১৫০) নাকি ফেরেশ্তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করতে তারা দেখেছে? (১৫১) তারা তো মনগড়া

إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ

ইফ্কিহিম্ লাইয়াক্বূলূন্। ১৫২। অলাদাল্লা-হু অইন্নাহুম্ লাকা-যিবূন্। ১৫৩। আছ্ত্বোয়াফাল্ বানা-তি 'আলাল্ বানীন্।
কথা বলে, (১৫২) আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি কন্যাকে পুত্রের ওপর প্রাধান্য দেন?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ

১৫৪। মা-লাকুম্ কাইফা তাহ্কুমূন্। ১৫৫। আফালা-তাযাক্কারূন্। ১৫৬। আম্ লাকুম্ ছুল্ত্বোয়ান্-নুম্ মুবীন্।
(১৫৪) কি হল, কি সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? (১৫৫) তোমরা উপদেশ কি গ্রহণ করবে না? (১৫৬) না কি স্পষ্ট দলীল আছে?

فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ

১৫৭। ফা'তূ বিকিতা-বিকুম্ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৫৮। অজ্বা'আলূ বাইনাহূ অবাইনাল্ জ্বিন্নাতি নাসাবা-; অলাক্বদ্
(১৫৭) সত্যবাদী হলে কিতাব আন। (১৫৮) আর তারা আল্লাহ ও জিনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থির করেছে, অথচ জিনও জানে,

عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ

'আলিমাতিল্ জ্বিন্নাতু ইন্নাহুম্ লামুহ্দোয়ারূন্। ১৫৯। সুব্হা-না-ল্লা-হি 'আম্মা- ইয়াছিফূন্। ১৬০। ইল্লা-'ইবা-দাল্লা-হিল্
তারা অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত হবে। (১৫৯) আল্লাহ পবিত্র তাদের বর্ণনা হতে। (১৬০) আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ

ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ

মুখ্লাছীন্। ১৬১। ফাইন্নাকুম্ অমা-তা'বুদূন্। ১৬২। মা ~ আন্তুম্ 'আলাইহি বিফা-তিনীন্। ১৬৩। ইল্লা-মান্ হুওয়া
ব্যতীত। (১৬১) তোমরা ও উপাস্যরা।(১৬২) কাউকে আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (১৬৩) যারা জাহান্নামে

صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ

ছোয়া-লিল্ জ্বাহীম্। ১৬৪। অমা-মিন্না ~ ইল্লা-লাহূ মাক্বামুম্ মা'লূম্। ১৬৫। অ ইন্না- লানা-হ্নুছ্ ছোয়া — ফ্ফূন্।
প্রবেশকারী তারা ছাড়া। (১৬৪) আর আমাদের প্রত্যেকের জন্য আছে নির্দিষ্ট স্থান। (১৬৫) আর আমরা তো সারিবদ্ধ।

وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا

১৬৬। অইন্না-লানাহ্নুল্ মুসাব্বিহূন্। ১৬৭। অইন্ কা-নূ লাইয়াক্বূলূন্। ১৬৮। লাও আন্না 'ইন্দানা- যিক্রাম্
(১৬৬) আমরা পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত। (১৬৭) আর তারাই বলছে, (১৬৮) যদি পূর্ববর্তীদের মত আমাদেরও

مِنَ الْاَوْلِيْنَ ﴿١٦٩﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٧٠﴾ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧١﴾

মিনাল্ আওয়্যালীন্। ১৬৯। লাকুন্না-'ইবাদাল্লা-হিল্ মুখ্লাছীন্। ১৭০। ফাকাফারূ বিহী ফাসাওফা ইয়া'লামূন্।
কিতাব থাকত, (১৬৯) আমরাই আল্লাহর খাটি বান্দাহ হতাম। (১৭০) অথচ তারা কুরআন মানে না, শীঘ্রই তারা বুঝবে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٢﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٣﴾ وَاِنَّ

১৭১। অলাক্বদ্ সাবাক্বত্ কালিমাতুনা-লি'ইবা-দিনাল্ মুরসালীন্। ১৭২। ইন্নাহুম্ লাহুমুল্ মান্ছূরূন্। ১৭৩। অ ইন্না-
(১৭১) আর রাসূলদের ব্যাপারে আমার কথা স্থির আছে, (১৭২) অবশ্যই তারা সহায়তা পাবে। (১৭৩) আর নিশ্চয়ই আমার

جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٤﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٥﴾ وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ

জুন্দানা- লাহুমুল্ গ-লিবূন্। ১৭৪। ফাতাওয়াল্লা 'আন্হুম্ হাত্তা-হীন্। ১৭৫। অআব্ছির্হুম্ ফাসাওফা ইয়ুব্ছিরূন্।
বাহিনীই বিজয়ী হবে। (১৭৪) আর আপনি কিছুকাল তাদের উপেক্ষা করুন।(১৭৫) আর দেখুন, শ্রীঘ্রই তারাও দেখবে।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

১৭৬। আফা-বি'আযা-বিনা-ইয়াস্তা' জ্বিলূন্। ১৭৭। ফাইযা-নাযালা বিসা-হাতিহিম্ ফাসা — য়া ছোয়াবা-হুল্ মুন্যারীন্।
(১৭৬) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত চায়? (১৭৭) অতঃপর আযাব আঙিনায় আসলে সতর্ককৃতদের সকাল কত মন্দ হবে।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾ وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨٠﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ

১৭৮। অ তাওয়াল্লা-'আন্হুম্ হাত্তা-হীন্। ১৭৯। অআব্ছির্ ফাসাওফা ইয়ুব্ছিরূন্। ১৮০। সুব্হা-না রব্বিকা
(১৭৮) সুতরাং কিছুকাল তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। (১৭৯) আপনি দেখুন, শ্রীঘ্রই তারাও দেখবে। (১৮০) তাদের বর্ণনা হতে

৫ ৪৪ ৯ রুকু

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

রব্বিল্ ইয্যাতি আ'ম্মা-ইয়াছিফূন্। ১৮১। অসালা-মুন্ 'আলাল্ মুরসালীন্। ১৮২। অল্ হাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল্ 'আ-লামীন্
আপনার রব পবিত্র, মর্যাদাবান। (১৮১) রাসূলদের প্রতি শান্তি। (১৮২) আর বিশ্ব রব আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা।

সূরা ছোয়া-দ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ ঃ ৫

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ﴿٢﴾ كَمْ

১। ছোয়া — দ্ অল্ কুর্আ-নি যিয্ যিক্র্। ২। বালিল্লাযীনা কাফারূ ফী 'ইয্যাতিঁও ওয়া শিক্বা-ক্ব। ৩। কাম্
(১) ছোয়াদ, উপদেশে পরিপূর্ণ কুরআনের কসম, (২) বরং কাফেররা ঔদ্ধত্য ও মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। (৩) তাদের

শানেনুযূল আয়াত–১ ঃ হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর কোরেশী নেতাদের ২৫ জন নেতা একত্রিত হয়ে রাসূল (ছঃ)-এর চাচা আবু তালিবের নিকট গিয়ে অনুরোধ করল যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডেকে বুঝিয়ে দিন এবং আমাদের ও তার মধ্যে মীমাংসা করে দিন। আবু তালিব রাসূল (ছঃ) কে ডেকে বললেন, হে আমার সন্তান! তোমার কওমের লোকেরা তোমার নিকট এ অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তাদের রীতিনীতির সমালোচনা থেকে বিরত থাক, তুমি তোমার রবের এবাদত করতে থাক, আর তারা তাদের উপাস্যদের পূজা করতে থাক। এখন তুমি বল এটা অপেক্ষা তোমার জাতির নিকট আর কি আশা করতে পার। রাসূল (ছঃ) বললেন, আমি তো তাদের নিকট কেবল একটি কলেমাই চাই যা দিয়ে সমগ্র আরব-আযম তাদের অনুগত হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সে কলেমাটি কি? রাসূল (ছঃ) বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" এ কথা শুনে সবাই উঠে চলে গেল এবং বলল মুহাম্মদ সমস্ত দেবতাদের বাদ দিয়ে একটা মা'বুদই সাব্যস্ত করছে? এটা তো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم

আহ্লাক্না-মিন্ ক্বব্লিহিম্ মিন্ ক্বর্নিন ফানা-দাও অলা-তাহীনা মানা-ছ্। ৪। অ 'আজ্বিবূ ~ আন্ জ্বা — য়া হুম্
পূর্বে কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন তারা চিৎকার দিয়েছে, কিন্তু উদ্ধারের উপায় ছিল না। (৪) আর তারা বিস্মিত

مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا

মুন্যিরুম্ মিন্হুম্ অক্ব-লাল্ কাফিরূনা হা-যা-সা-হিরুন্ কায্যা-ব্। ৫। আজ্বা'আলাল্ আ-লিহাতা ইল-হাঁও
হয় সতর্ককারী আসার ব্যাপারে, কাফেররা বলে, এ ব্যক্তি তো মিথ্যা যাদুকর্। (৫) অনন্তর সে কি বহু ইলাহের স্থলে

وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا

ওয়া-হিদান্ ইন্না-হা-যা-লাশাইয়ুন্ 'উজ্বা-ব্। ৬। অন্ত্বোয়ালাক্বল্ মালায়ু মিন্হুম্ আনিম্শূ অছ্বিরূ
মাত্র এক ইলাহ্ বানিয়েছে? বাস্তবিকই এটা তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৬) কাফের প্রধানরা বলে যায় যে, তোমরা তোমাদের

عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ۖ إِنْ

'আলা ~ 'আ-লিহাতিকুম্ ইন্না-হা-যা- লাশাইয়ুঁই ইয়ুর-দ্। ৭। মা-সামি'না-বিহা-যা-ফিল্ মিল্লাতিল্ আ-খিরতি ইন্
দেবতার উপসনায় অবিচল থাক, নিশ্চয়ই এটা তো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। (৭) আমরা আমাদের পূর্ববর্তী মিল্লাতে এরূপ শুনি নি,

هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن

হা-যা- ইল্লাখ্ তিলা-ক্ব্। ৮। আ উন্যিলা 'আলাইহিয্ যিক্রু মিম্ বাইনিনা-; বাল্ হুম্ ফী শাক্কিম্ মিন্
এটা তো তার মনগড়া উক্তি। (৮) আমাদের মধ্য হতে তার কাছেই কি এ উপদেশ আসল? মূলতঃ তারা আমার উপদেশে

ذِكْرِي ۚ بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ

যিক্রী বাল্ লাম্মা-ইয়াযূক্বূ 'আযা-ব্; । ৯। আম্ 'ইনদাহুম্ খযা — য়িনু রহ্মাতি রব্বিকাল্ 'আযীযিল্
সন্দিহান, তারা তো এখনও শাস্তি ভোগ করেনি। (৯) না কি তাদের নিকট পরাক্রমশালী দাতা আপনার রবের অনুগ্রহের

الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي

ওয়াহ্হা-ব্। ১০। আম্ লাহুম্ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি অল্আরদ্বি অমা-বাইনা হুমা-ফাল্ ইয়ার্তাক্বূ ফিল্
ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি আসমান-যমীন ও মধ্যবর্তী বস্তুর সার্বভৌমত্ব তাদের নিকট আছে? থাকলে তারা যেন সিঁড়ি

الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

আস্বা-ব্। ১১। জু্নদুম্ মা-হুনা-লিকা মাহ্যূমুম্ মিনাল্ আহ্যা-ব্। ১২। কায্যাবাত্ ক্বব্লাহুম্ ক্বওমু
দিয়ে আরোহণ করে।(১১) বহু বাহিনীর এ বাহিনীও অবশ্যই পরাস্ত হবে। (১২) ইতোপূর্বেও তারা মিথ্যারোপ করেছিল

نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۖ

নূহিঁও অ'আ-দুঁও অফির্'আউনু যুল্ আওতা-দ্। ১৩। অছামূদু অক্বওমু লূত্বিঁও অ আছ্হা-বুল্ য়াইকাহ্;
নূহের জাতি, আদ ও কীলকওয়ালা ফেরাউন যে বহু শিবিরের মালিক ছিল। (১৩) ছামূদ, লূতের জাতি ও আয়কাবাসী।

١ ع ١٤ ١٠ রুকু

أُولَٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٤﴾ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٥﴾ وَمَا يَنْظُرُ

উলা — য়িকাল্ আহ্যা-ব্। ১৪। ইন্ কুল্লুন্ ইল্লা-কায্যাবার রুসুলা ফাহাক্ক্ব 'ইক্ব-ব্। ১৫। অমা-ইয়ান্জুরু
তারা ছিল বড় দল। (১৪) নিশ্চয়ই এরা সকলে রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছে, ফলে শাস্তি পেয়েছে। (১৫) আর এরা

هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا

হা ~ উলা — য়ি ইল্লা-ছোয়াইহাতাঁও ওয়া-হিদাতাম্ মা-লাহা-মিন্ ফাওয়া-ক্ব। ১৬। অ ক্ব-লূ রব্বানা-'আজ্জিল্ লানা-
বিকট শব্দের অপেক্ষায় রয়েছে, যে শব্দ হবে বিরামহীন।(১৬) এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসাব-দিনের পূর্বেই আমাদের

قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ اِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ج

ক্বিত্বোয়ানা-ক্বব্লা ইয়াওমিল্ হিসা-ব্। ১৭। ইছ্বির্ 'আলা- মা ইয়াকূলূনা অয্কুর্ 'আব্দানা-দা-যূদা যাল্আইদি
পাওনা আমাদেরকে দিয়ে দাও।(১৭) তাদের কথায় আপনি ধৈর্য হারা হবে না। শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ করুন, সে ছিল

إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ *

ইন্নাহূ ~ আওয়্যা-ব্। ১৮। ইন্না-সাখ্খার্নাল্ জ্বিবা-লা মা'আহূ ইয়ুসাব্বিহ্না বিল্'আশিয়্যি অল্ ইশ্র-ক্ব্।
প্রত্যাবর্তনকারী। (১৮) আর পাহাড়কে নিশ্চয়ই আমি অনুগত করেছি, সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে মহিমা ঘোষণা করত

﴿١٩﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿٢٠﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَآتَيْنَٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ

১৯। অত্ব্ত্বোয়াইর মাহ্শূরাহ্; কুল্লু্ল্ লাহূ ~ আওওয়া-ব্। ২০। অশাদাদ্না- মুল্কাহূ অআ-তাইনা-হুল্ হিক্মাতা অফাছ্লাল্
(১৯) সমবেত পক্ষীকুলকেও; সকলেই তাঁর অভিমুখী। (২০) আর তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছি, দিয়েছি হেকমত ও বিচার

الْخِطَابِ ﴿٢١﴾ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ

ওয়াক্ফে লাযেম

খিত্বোয়া-ব্। ২১। অহাল্ আতা-কা নাবায়ুল্ খাছ্মি। ইয্ তাসাওয়্যারুল্ মিহ্র-ব্। ২২। ইয্ দাখালূ 'আলা-
ক্ষমতা।(২১) বিবাদীদের খবর এসেছে কি? যখন তারা মিহ্রাবে প্রবেশ করেছিল, (২২) আর যখন তারা দাউদের নিকট

دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ج خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ

দা-যূদা ফা ফাযি'আ মিন্হুম্ ক্ব-লূ লা-তাখফ্ খছ্মা-নি বাগ- বা'দ্বুনা- 'আলা-বা'দ্বিন্ ফাহ্কুম্
পৌঁছল তখন সে ভয় পেয়ে গেল; তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না, আমরা বিবাদী, একে অন্যের ওপর জুলুম করেছি, ন্যায়

بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي تف لَهُۥ تِسْعٌ

বাইনানা-বিল্হাক্ব্ক্বি অলা-তুশ্ত্বিত্ব অহ্দিনা ~ ইলা-সাওয়া — য়িছ্ ছির-ত্ব। ২৩। ইন্না হা-যা ~ আখী লাহূ তিস্'উও
বিচার করে দিন, অবিচার নয়, এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।(২৩) এ ব্যক্তি আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা,

শানেনুযূল আয়াত-১৬ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) যখন কিয়ামত ও জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা দিলেন, তখন বকর ইবনে হারেছ অবিশ্বাসের সুরে বিদ্রূপাত্মকভাবে উপরোক্ত উক্তি করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরায়ে হাক্কাতে "যখন ঈমানদারদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং জাহান্নামীদেরকে তাদের বাম হাতে দেয়া হবে" এ উক্তি নাযিল হল, তখন কাফেররা ঠাট্টা করে বলল, আমাদের এখনই আমলনামা দিয়ে দাও। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-২১ ঃ হযরত দাউদ (আঃ) তিন দিনের একটি কম তালিকা নির্ধারণ করেছিলেন- বিচারের জন্য একদিন, একদিন স্ত্রীদের নিকট অবস্থানের জন্য একদিন, ইবাদতের জন্য একদিন। ইবাদতের দিন তাঁর কক্ষে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। পাহারাদার নিয়োজিত ছিল। এজন্য কয়েক লোক কক্ষের দেওয়াল বেয়ে তাঁর নিকট আসল। (মুঃ কোঃ)

وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

অ তিস্‌'উনা না'জ্বাতাঁও অলিয়া না'জ্বাতুও ওয়া-হিদাতুন্ ফাক্ব-লা আক্‌ফিল্‌নীহা অ'আয্‌যানী ফিল্ খিত্বোয়া-ব্।

আর আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা, এরপরও সে বলছে, তোমার দুম্বটিও আমাকে দিয়ে দাও; কথায়ও সে চাপ দিচ্ছে।

(২৪) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ

২৪। ক্ব-লা লাক্বদ্ জোয়ালামাকা বিসূয়া-লি না'জ্বাতিকা ইলা-নি'আজ্বিহ্; অইন্না কাছীরম্ মিনাল্ খুলাত্বোয়া — য়ি

(২৪) সে বলল, তোমার দুম্বাকে তার দুম্বার সঙ্গে চেয়ে তুমি তার প্রতি জুলুম করেছ, আর অধিকাংশ অংশীদাররাই পরস্পরের

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ

লাইয়াব্‌গী বা'দ্বুহুম্ 'আলা- বা'দ্বিন্ ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি অক্বলীলুম্ মা-হুম্;

প্রতি অবিচার করে থাকে, তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা ছাড়া, এ সংখ্যা কম। আর দাউদ বুঝল,

وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ (২৫) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ

সেজদা

অ জোয়ান্না দা-যূদু আন্নামা-ফাতান্না- হু ফাস্‌তাগ্‌ফার রব্বাহূ অখর্‌র- র- কিআঁও অআনা-ব্। ২৫। ফাগাফার্‌না-লাহূ যা-লিক্;

তাকে আমি পরীক্ষা করেছি, সে স্বীয় রবের নিকট ক্ষমা চেয়েছে, এবং নত হয়েছে। (২৫) তাকে ক্ষমা করলাম, আমার

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (২৬) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ

অ ইন্না-লাহূ ই'ন্‌দানা-লাযুল্‌ফা- অহুস্‌না মায়া-ব্। ২৬। ইয়া-দায়ূদু ইন্না-জ্বা'আল্‌না-কা খলীফাতান্ ফিল্ আর্‌দ্বি

কাছে উচ্চ মর্যাদা, শুভ পরিণাম আছে। (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে যমীনে আমার প্রতিনিধি করেছি, লোকের

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ

ফাহ্‌কুম্ বাইনান্না-সি বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অলা-তাত্তাবি'ইল্ হাওয়া-ফাইয়ুদ্বিল্লাকা 'আন সাবীলিল্লা-হি; ইন্নাল্

মাঝে তুমি ন্যায়বিচার করবে। কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হবে না, যদি হও, তবে আল্লাহর পথ হতে তোমাকে বিচ্যুত করে দেব, নিশ্চয়ই

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ع

লাযীনা ইয়াদ্বিল্লূনা 'আন সাবীলিল্লা-হি লাহুম 'আযা-বুন শাদীদুম্ বিমা- নাসূ ইয়াওমাল হিসা-ব।

যারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব; কারণ, হিসাবের দিনকে তারা ভুলে আছে।

ع ২ ১২ ১১ রুকু

(২৭) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

২৭। অমা-খলাক্ব্‌নাস্ সামা — য়া অল্ আর্‌দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা- বা-ত্বিলা-; যা-লিকা জোয়ান্নুল্ লাযীনা কাফারূ

(২৭) আসমান-যমীন ও তদস্থ বস্তুসমূহ আমি এমনি এমনি সৃষ্টি করি নি; এটাই কাফেরদের ধারণা। অনন্তর কাফেরদের জন্য

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (২৮) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা কাফারূ মিনান্না-র্। ২৮। আম্ নাজ্ব্‌'আলু ল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি

জাহান্নামের দুর্ভোগ রয়েছে। (২৮) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে কি বিপর্যয়কারীদের সমান

সিজদাহ্-১০

كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ

কাল্‌মুফ্‌সিদীনা ফিল্ আর্‌দ্বি আম্ নাজ্‌'আলুল্ মুত্তাক্বীনা কাল্‌ফুজ্জা-র্। ২৯। কিতা-বুন্ আন্‌যাল্‌না-হু ইলাইকা

গণ্য করব? না কি যারা মুত্তাকী তাদেরকে, যারা পাপী তাদের সমান গণ্য করব? (২৯) আপনাকে প্রদান করেছি, কল্যাণময়

مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ

মুবা-রকুল্ লিইয়াদ্দাব্বারূ ~ আ-ইয়া-তিহী অলিয়া তাযাক্কারা উলুল্ আল্‌বা-ব্। ৩০। অ অহাব্‌না- লিদা-ঊদা সুলাইমা-ন্;

গ্রন্থ যেন মানুষ বুঝে, আর যারা জ্ঞানী তারাই উপদেশ গ্রহণ করে।(৩০) আর আমি দাউদকে উত্তম বান্দাহ সুলাইমানকে

نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ

নি'মাল্ 'আব্‌দ্; ইন্নাহূ ~ আওঅ-ব্। ৩১। ইয্ উ'রিদ্বোয়া 'আলাইহি বিল্'আশিয়্যিহ্ ছোয়া-ফিনা-তুল্ জ্বিয়া-দ্। ৩২। ফাক্বা-লা

দিয়েছি, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ অভিমুখী। (৩১) যখন সন্ধার সময় তার সামনে দ্রুতগামী অশ্ব পেশ করা হল, (৩২) বলল,

اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا

ইন্নী ~ আহ্‌বাব্‌তু হুব্বাল্ খইরি 'আন্ যিক্‌রি রব্বী হাত্তা-তাওয়া-রাত্ বিল্‌হিজা-ব্। ৩৩। রুদ্দূহা-

আমি রবের স্মরণ হতে গাফেল হয়ে সম্পদকে ভালবেসেছি, এমন কি সূর্য পর্যন্ত অস্ত গেল; (৩৩) পুনরায় সেগুলো আমার

عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى

'আলাই; ফাত্বোয়াফিক্বা মাস্‌হাম্ বিস্‌সূক্বি অল্ 'আনা-ক্ব। ৩৪। অলাক্বদ্ ফাতান্না-সুলাইমা-না অআল্‌ক্বইনা 'আলা-

সামনে আন, অনন্তর সে তাদের পা ও গলা ছেদন করতে লাগল।(৩৪) সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম, তার আসনে একটি

كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ

কুর্‌সিয়্যিহী জ্বাসাদান্ ছুম্মা আনা-ব্। ৩৫। ক্বা-লা রব্বিগ্ ফির্‌লী অহাব্‌লী মুল্‌কাল্ লা-ইয়াম্‌বাগী লিআহাদিম্

দেহ রাখলাম, সে রুজু হল। (৩৫) বলল, হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে এমন রাজ্য দাও যার মালিক আমি

مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً

মিম্ বা'দী ইন্নাকা আন্‌তাল্ অহ্‌হা-ব্। ৩৬। ফাসাখ্‌খার্‌না-লাহুর্ রীহা তাজ্‌রী বিআম্‌রিহী রুখ — য়ান্

ছাড়া যেন আর কেউ না হয়, তুমিই পরম দাতা। (৩৬) অনন্তর বায়ুকে তার বশীভূত করলাম, যেখানে যেতে চাইতো মৃদু

حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي

হাইছু আছোয়া-ব্। ৩৭। অশ্‌শাইয়া ত্বীনা কুল্লা বান্না — য়িঁও ওয়া গাওঅ-ছ্। ৩৮। অআ-খরীনা মুক্বর্‌রনীনা ফিল্

গতিতে প্রবাহিত হত। (৩৭) আর শয়তানদের (জিনদের), প্রত্যেকেই ইমারত নির্মাতা ও ডুবুরি ছিল। (৩৮) আর বন্দি ছিল

আয়াত-২৯ ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) আট বছরে শুধু সূরা বাকারা মুখস্থ করেন, সাহাবারা যেভাবে কোরআনের শব্দাবলীর শিক্ষা নবী করীম (ছঃ) হতে লাভ করেছিলেন, এভাবে তার অর্থও শিক্ষা লাভ করেন। (বঃ কোঃ) আয়াত-৩২ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাঁর গাম্ভীর্য ও প্রবল প্রতাপের কারণে নামাযের কথা স্মরণ করায়ে দিতে কোন ভৃত্যের সাহস হল না। পরে নিজেই সচেতন হয়ে বললেন, "আফসুস্! সম্পদের মোহে স্বীয় প্রভুর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে গেলাম।" (বঃ কোঃ) আয়াত-৩৩ ঃ সুলায়মান (আঃ) তাঁর মাদী ঘোড়া সমুদ্রের কিনারায় বেঁধে রাখলে সামুদ্রিক ঘোড়া বের হয়ে ঐ মাদী ঘোড়ার সাথে মিলনে বাচ্চা জন্মে বড় হয়ে যুদ্ধের উপযোগী হল। সুলায়মান (আঃ) তাদিগকে দেখতে গিয়ে আছরের নামায কাযা হলে আল্লাহর মহব্বতে তিনি ঘোড়াগুলোকে জবেহ করে ফেললেন। এজন্য আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করলেন। (মুঃ কোঃ)

الْأَصْفَادِ ﴿٣٩﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا

আছ্ফা-দ্। ৩৯। হা-যা- 'আত্বোয়া — য়ুনা ফাম্নুন্ আও আম্সিক্ বিগইরি হিসা-ব্। ৪০। অইন্না-লাহূ 'ইন্দানা-

আরও অনেকে।(৩৯) এটা আমার অনুগ্রহ, দান কর বা রাখ, কোন হিসাব দিতে হবে না। (৪০) আর আমার কাছে রয়েছে

لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤١﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ

লা-যুল্ফা- অহুস্না- মায়া-ব্। ৪১। অয্কুর্ 'আব্দানা ~ আইয়্যুব্। ইয্ নাদা-রব্বাহূ ~ আন্নী মাস্ সানিয়াশ্

তার জন্য মর্যাদা ও সুভপরিণাম। (৪১) আর স্মরণ করুন, আমার বান্দাহ আইউবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলল,

الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤٢﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ *

শাইত্বোয়া-নু বিনুছ্বিঁও অ'আযা-ব্। ৪২। উর্কুদ্ব বিরিজ্‌লিকা হা-যা-মুগ্তাসালুম্ বা -রিদুঁও অশার-ব্।

শয়তান আমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণায় ফেলল। (৪২) পা দিয়ে আঘাত কর, এটা তোমাদের জন্য গোসলের ঠাণ্ডা পানি ও পানীয়।

﴿٤٣﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ *

৪৩। অওয়াহাব্না-লাহূ ~ আহ্লাহূ অমিছ্লাহুম্ মা'আহুম্ রহ্মাতাম্ মিন্না-অযিক্র- লিউলিল্ আল্বা-ব্।

(৪৩) আর আমি দান করলাম পরিবার ও সমপরিমাণ লোক, আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং জ্ঞানীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

﴿٤٤﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ

৪৪। অখুয্ বিয়াদিকা দ্বিগ্ছান্ ফাদ্বরিব্ বিহী অলা-তাহ্নাছ্; ইন্না-অজাদ্না-হু ছোয়া-বির-; নি'মাল্ 'আব্দ;

(৪৪) আর এক মুষ্টি তৃণ নিয়ে তাকে আঘাত কর, কসম ভঙ্গ করো না। নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, উত্তম বান্দা,

إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٥﴾ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ *

ইন্নাহূ ~ আওয়্যা-ব্। ৪৫। অয্কুর্ 'ইবা-দানা ~ ইব্রা-হীমা অইস্হা-ক্ব অ ইয়া'কূবা উলিল্ আইদী অল্ আব্ছোয়া-র্।

নিশ্চয়ই সে ছিল রুজুকারী।(৪৫) স্মরণ করুণ, আমার বান্দাহ ইব্রাহীম্, ইসহাক ও ইয়া'কুবের কথা, তারা শক্তিশালী চক্ষুস্মান ছিল।

﴿٤٦﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ *

৪৬। ইন্না ~ আখ্লাছ্না-হুম্ বিখ-লিছোয়াতিন্ যিক্রদ্দা-র্। ৪৭। অ ইন্নাহুম্ 'ইন্দানা-লামিনাল্ মুছ্ত্বোয়াফাইনাল্ আখ্ইয়া-র্।

(৪৬) 'পরকালের স্মরণ' গুণের বিশেষ গুণের মালিক করেছি। (৪৭) আর তারা ছিল আমার নিকট মনোনীত ও উত্তম বান্দাহ।

﴿٤٨﴾ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٩﴾ هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ

৪৮। অয্কুর্ ইস্মা-'ঈলা অল্ইয়াসা'আ অযাল্ কিফ্ল্; অ কুল্লু্ম্ মিনাল্ আখ্ইয়া-র্। ৪৯। হা-যা-যিক্র্; অ ইন্না-

(৪৮) স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফ্লের কথা, প্রত্যেকেই ছিল উত্তম বান্দাহ। (৪৯) এটা উপদেশ,

لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٥٠﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥١﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا

লিল্মুত্তাক্বীনা লাহুস্না মায়া-ব্। ৫০। জান্না-তি 'আদ্নিম্ মুফাত্তাহাতাল্ লাহুমুল্ আব্ওয়া-ব্। ৫১। মুত্তাকিয়ীনা ফীহা-

মুত্তাকীদের জন্য উত্তম বাসস্থান আছে। (৫০) চিরস্থায়ী জান্নাত, যার দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত। (৫১) সেখানে তারা হেলান

৩ ১৪ ১২ রুকু

يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾

ইয়াদ্উ'না ফীহা-বিফা-কিহাতিন্ কাছীরাতিঁও অশার-ব্। ৫২। অ'ইন্দাহুম্ ক্বা-ছিরাতুত্ব ত্বোয়ার্ফি আত্র-ব্।

দিয়ে উপবেশন করবে, বহু ফল ও পানীয়ের নির্দেশ দেবে। (৫২) আর তাদের কাছে আনত নয়না, সম বয়স্কা হুররা থাকবে।

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هَٰذَا ۚ

৫৩। হা-যা-মা- তূ'আদূনা লিইয়াওমিল্ হিসা-ব্। ৫৪। ইন্না-হাযা-লারিয্কুনা- মা-লাহূ মিন্ নাফা-দ্। ৫৫। হা-যা-;

(৫৩) এটাই হিসাব দিনের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। (৫৪) নিশ্চয়ই এটা আমারই দেয়া রিযিক, যার শেষ নেই। (৫৫) এটা;

وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هَٰذَا ۖ فَلْيَذُوقُوهُ

অ ইন্না-লিত্ব্ ত্বোয়া-গীনা লাশার্রা মায়া-ব্।৫৬। জ্বাহান্নামা ইয়াছ্লাওনাহা-ফাবি'সাল্ মিহা-দ্। ৫৭। হা-যা-ফাল্ ইয়াযূক্বূহু

অবাধ্যদের জন্য নিকৃষ্ট পরিণাম।(৫৬) জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে, তা নিকৃষ্ট আবাস। (৫৭) এটা গরম পানি ও

حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ

হামীমুঁও অগাস্সা-ক্ব। ৫৮। অআ-খারু মিন্ শাক্লিহী ~ আয্ওয়া-জ্ব। ৫৯। হা-যা-ফাওজ্জুম্ মুক্বুতাহিমুম্ মা'আকুম্

পুঁজ তারা তা উপভোগ করুক। (৫৮) আর এ ধরনের আরো বিভিন্ন শাস্তি। (৫৯) এ দল তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে।

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۚ أَنتُمْ

লা-মার্হাবাম্ বিহিম্ ইন্নাহুম্ ছোয়া-লুন্ না-র্। ৬০। ক্বা-লূ বাল্ আন্তুম্ লা-মারহা-বাম্ বিকুম্; আন্তুম্

অথচ তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, জাহান্নামে তারা জ্বলবে। (৬০) অনুসারীরা বলবে, বরং তোমরাও; অভিনন্দন পাবে না,

قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا

ক্বদ্দাম্ তুমূহু লানা-ফাবি'সাল্ ক্বর-র্। ৬১। ক্বা-লূ রব্বানা-মান্ ক্বদ্দামা লানা-হা-যা-ফাযিদ্হু 'আযা-বান্

তোমরাই তা আমাদের জন্য পেশ করেছ, বড়ই নিকৃষ্ট এ আবাস।(৬১) তারা বলবে, হে আমাদের রব! এটা যে পেশ করেছে, তার

ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ

দি'ফান্ ফিন্না-র্।৬২। অক্বা-লূ মা-লানা-লা-নার-রিজ্বা-লান্ কুন্না-না'উদ্দুহুম্ মিনাল্ আশ্র-র্।

শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও। (৬২) তারা বলবে, কি হল, আমরা যাদেরকে মন্দ জানতাম, তাদেরকে দেখছি না কেন?

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٢﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ

৬৩। আত্তাখয্না-হুম্ সিখ্রিয়্যান্ আম্ যা-গাত্ 'আন্হুমুল্ আব্ছোয়া-র্। ৬৪। ইন্না যা-লিকা লাহাক্ব্ক্বুন্ তাখা-ছুমু আহ্লিন্

(৬৩) তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা করতাম, না আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছে? (৬৪) নিশ্চয়ই দোযখীদের এ বিবাদ

আয়াত-৬১ ঃ একে অপরের প্রতি বিপথগামী করার ব্যাপারে যখন দোষারোপ করতে থাকবে তখন অনুবর্তী লোকেরা নিজেদের নেতাদের সঙ্গে সম্বোধনের পালা বাদ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে সম্বোধন করে বলবে, হে আমাদের রব! যে ব্যক্তির কারণে আমাদের এ দুরবস্থা তাকে দ্বিগুন আযাব দাও– এক গুণ নিজেদের বিপথগামী হওয়ার জন্য অপর গুণ অন্যদেরকে বিপথগামী করার জন্য।
আয়াত-৬৫ ঃ এটি আর একটি সন্তাপের বিষয় হবে– এ কাফের মুশরিক লোকেরা যে সকল নিরীহ, দুঃস্থ মুসলমানকে পৃথিবীতে উপহাস করেছিল এবং গোমরাহ্ বলত, তাদেরকে যখন সঙ্গে দেখবে না তখন বলবে, তাদেরকে দেখছিনা কেন? তখন তারা উপলব্ধি করবে, জাহান্নামে কেন তারা পতিত হল অথচ তারা জান্নাতে পৌঁছে গিয়াছে। এতে তাদের অনুতাপ আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

৪ ع ২৪ ১৩ রুকু

النَّارِ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٦﴾ رَبُّ

না-র্। ৬৫। কু্ল্ ইন্নামা ~ আনা মুন্যিরুঁও অমা- মিন্ ইলাহিন্ ইল্লাল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বাহ্হা-র্। ৬৬। রব্বুস্
সত্য। (৬৫) বলুন, আমি তো সতর্ককারীমাত্র, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; যিনি এক, পরাক্রমশালী। (৬৬) আসমান-

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٧﴾ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ أَنتُمْ عَنْهُ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি অমা-বাইনাহুমাল্ 'আযী যুল্ গফ্ফা-র্। ৬৭। কু্ল্ হুওয়া নাবায়ুন্ 'আজীম্। ৬৮। আনতুম আন্হু
যমীন ও তদ্মধ্যস্থিত সব কিছুর রব, পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।(৬৭) আপনি বলুন, এটা মহা বিবরণ, (৬৮) যা হতে

مُعْرِضُونَ ﴿٦٩﴾ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٧٠﴾ إِن يُوحَىٰ

মু'রিদ্বূন্। ৬৯। মা-কা-না লিয়া মিন্ 'ইল্মিম্ বিল্ মালায়িল্ আ'লা ~ ইয্ ইয়াখ্তাছিমূন্। ৭০। ইঁ ইয়ূ হা ~
তোমরা মুখ ফিরাচ্ছ। (৬৯) ঊর্ধ্বলোকে তাদের আলোচনা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই। (৭০) আমার কাছে প্রত্যাদেশ এজন্যই

إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧١﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن

ইলাইয়্যা ইল্লা ~ আন্নামা ~ আনা নাযীরুম্ মুবীন্।৭১। ইয্ ক্ব-লা রব্বুকা লিল্মালা — য়িকাতি ইন্নী খ-লিক্বুম্ বাশারাম্ মিন্
এসেছে যে, আমি সুস্পষ্ট সাবধানকারী। (৭১) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি মাটি হতে একজন মানুষ

طِينٍ ﴿٧٢﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَجَدَ

ত্বীন্। ৭২। ফাইযা-সাওয়্যাইতুহূ অ নাফাখ্তু ফীহি মির্ রূহী ফাক্বা'উ লাহূ সা-জ্বিদীন্। ৭৩। ফাসাজ্বাদাল্
সৃষ্টি করব, (৭২) যখন আমি তার সৃষ্টি সুসম্পন্ন করব এবং, আমার রূহ ফুঁকব, তখন সেজদা করবে। (৭৩) অতঃপর

الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٤﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٥﴾

মালা — য়িকাতু কুল্লুহুম্ আজ্ব্মা'ঊন্। ৭৪। ইল্লা ~ ইব্লীস্; ইস্তাক্বার অকা-না মিনাল্ কা-ফিরীন্।
সেজদা করল ফেরেশ্তারা সবাই। (৭৪) ইবলীস ব্যতীত, সে অহঙ্কার করল, ফলে সে কাফেরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল।

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ

৭৫। ক্ব-লা ইয়া ~ ইব্লীসু মা- মানা'আকা আন্ তাস্জ্বুদা লিমা-খলাক্বতু বিইয়াদাই; আস্তাক্বার্তা
(৭৫) বললেন, হে ইবলীস! আমার স্বহস্তের সৃষ্টিকে সেজদা করতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে,

أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٦﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن

আম্ কুন্তা মিনাল্ 'আ-লীন্। ৭৬। ক্ব-লা আনা খইরুম্ মিন্হু খলাক্বতানী মিন্ না-রিঁও অখলাক্বতাহূ মিন্
না কি তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবলে? (৭৬) সে বলল, আমি শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন

طِينٍ ﴿٧٧﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٨﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

ত্বীন্। ৭৭। ক্ব-লা ফাখ্রুজ্ব্ মিন্হা-ফাইন্নাকা রাজীম্। ৭৮। অইন্না 'আলাইকা লা'নাতী ~ ইলা-ইয়াওমিদ্দীন্।
মাটি দিয়ে।(৭৭) বললেন, বের হয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত।(৭৮) আর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার লা'নত তোমার প্রতি।

۷۹ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۸۰ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ

৭৯। ক্ব-লা রব্বি ফাআন্‌যিরনী ~ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্‌'আছূন্। ৮০। ক্ব-লা ফাইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জোয়ারীন্।
(৭৯) সে বলল, হে আমার রব! কেয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (৮০)(আল্লাহ্) বললেন, অবকাশ দেয়া হল।

۸۱ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۸۲ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۸۳ إِلَّا عِبَادَكَ

৮১। ইলা-ইয়াওমিল্ অক্‌তিল্ মা'লূম্। ৮২। ক্ব-লা ফাবিই'য্‌যাতিকা লাউগ্‌ওয়িইয়ান্নাহুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৮৩। ইল্লা-'ইবা-দাকা
(৮১) নির্দিষ্ট দিনের উপস্থিতি পর্যন্ত। (৮২) সে বলল, আপনার ইয্‌যতের কসম! সকলকে বিভ্রান্ত করব। (৮৩) তবে

مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۸۴ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۸۵ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ

মিন্‌হুমুল্ মুখ্‌লাছীন্। ৮৪। ক্ব-লা ফাল্ হাক্ব্‌ক্বু অল্‌হাক্ব্‌ক্ব আক্বূল্। ৮৫। লাআম্‌লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিন্‌কা
যারা খাঁটি বান্দা তারা ছাড়া। (৮৪) বললেন, তবে তাই ঠিক, আর আমি সত্যই বলি। (৮৫) আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব

وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۸۶ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠

অ মিম্মান্ তাবি'আকা মিন্‌হুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৮৬। ক্বুল্ মা ~ আস্‌য়ালুকুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্‌রিঁও অমা ~
তোমাকে ও তোমার অনুসারীদের দিয়ে। (৮৬) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাই না, এবং আমি

৫ ع ২৪ ১৪ রুকু

مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ۸۷ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ۸۸ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ

আনা মিনাল্ মুতাকাল্‌লিফীন্। ৮৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা-যিক্‌রুল্ লিল্‌'আ-লামীন্। ৮৮। অলা তা'লামুন্না নাবায়াহূ বা'দা হীন্।
মিথ্যা দাবিদার নই। (৮৭) তা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র। (৮৮) আর এর খবর অনতিকাল পর নিশ্চয়ই জানবে।

সূরা যুমার্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৭৫
রুকূ ঃ ৮

۱ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۲ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ

১। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্। ২। ইন্না ~ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকাল্ কিতা-বা
(১) প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর তরফ থেকে এ কিতাব অবতারিত। (২) আপনার উপর সত্যসহ এ কিতাব

بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۳ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ

বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফা'বুদিল্লা-হা মুখ্‌লিছোয়াল্ লাহুদ্ দীন্। ৩। আলা-লিল্লা-হিদ্ দীনুল্ খ-লিছ্; অল্ লাযীনাত্
নাযিল করেছি, অতএব খাঁটি আনুগত্যে আল্লাহর এবাদাত করুন। (৩) ওহে! আর খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই জন্য। যারা

ওয়াক্ফে লাযেম

ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ

তাখাযূ মিন্ দূনিহী ~ আওলিয়া — য়্। মা-না'বুদুহুম্ ইল্লা-লিইয়ুক্বর্‌রিবূনা ~ ইলাল্লা-হি যুল্‌ফা-; ইন্নাল্লা-হা
আল্লাহকে ছাড়া বন্ধু নেয়, (বলে) এদের পূজা এ জন্য করি, এরা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়ে দেবে।' আল্লাহ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

ইয়াহ্কুমু বাইনাহুম্ ফী মা-হুম্ ফীহি ইয়াখ্তালিফূন্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দী মান্ হুওয়া কা-যিবুন্ কাফ্ফা-র্।
তাদের মধ্যে মতভেদযুক্ত বিষয়ে ফয়সালা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۝٤

৪। লাও আর-দাল্লা-হু আইঁ ইয়াত্তাখিযা অলাদাল্ লাছ্ত্বোয়াফা- মিম্মা-ইয়াখ্লুকু মা-ইয়াশা — য়ু সুব্হা-নাহ্;
(৪) আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন; তবে স্বীয় সৃষ্টির মধ্য হতে ইচ্ছামত মনোনীত করতেন। তিনি পবিত্র,

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٥ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى

হুওয়াল্লা-হুল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বহ্হা-র্। ৫। খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া বিল্হাক্ব্ কি্ ইয়ুক্বওয়্যিরুল্লাইলা 'আলান
তিনি আল্লাহ এক, পরাক্রমশালী। (৫) আসমান-যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন; রাত দ্বারা তিনি দিনকে আচ্ছাদিত

النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ

নাহা-রি অইয়ুক্বওয়্যিরুন্ নাহা-র 'আলাল্লাইলি অসাখ্খরশ্ শাম্সা অল্ ক্বমার্; কুল্লুইঁ ইয়াজ্রী লিআজ্বালিম্
করেন, আর দিন দ্বারা আচ্ছাদিত করেন রাতকে। তিনি সূর্য-চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঘুরতে

مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝٦ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

মুসাম্মা; আলা-হুওয়াল্ 'আযীযুল্ গাফ্ফা-র্। ৬। খলাক্বকুম্ মিন্ নাফ্সিঁও ওয়া-হিদাতিন্ ছুম্মা জ্বা'আলা মিন্হা-যাওজ্বাহা-
থাকবে; তিনিই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) এক ব্যক্তি হতে তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; তা হতে তোমাদের

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ

অ আন্যালা লাকুম্ মিনাল্ আন্'আ-মি ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্ব; ইয়াখ্লুক্বুকুম্ ফী বুত্বূনি উম্মাহা-তিকুম্ খল্ক্বম্ মিম্
সংগিনীসৃষ্টি করেছেন; আর তোমাদেরকে প্রদান করেছেন আট প্রকার নর-মাদী চতুষ্পদ জন্তু ; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি

بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ

বা'দি খল্ক্বিন্ ফী জুলুমা-তিন্ ছালা-ছ্; যা-লিকুমুল্লা-হু রব্বুকুম্ লাহুল্ মুল্ক্; লা ~ ইলা-হা ইল্লা- হুওয়া ফাআন্না-
করেছেন মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে; তিনি তোমাদের রব আল্লাহ, তাঁরই কর্তৃত্ব। তিনি ছাড়া ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা

تُصْرَفُونَ ۝٧ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ

তুছ্রফূন্।৭। ইন্ তাক্ফুরূ ফাইন্না ল্লা-হা গনিয়্যুন্ 'আনকুম্ অলা-ইয়ার্দ্বোয়া- লিই'বা-দিহিল্ কুফ্রা
কোথায় যাচ্ছ? (৭) কুফুরী করলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, আর তিনি স্বীয় বান্দার কুফুরী, পছন্দ করেন না

আয়াত-৪ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ শিরক ও পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে এ আয়াতে খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসের অসত্যতা ও অসারতা ঘোষণা করছেন। অবিশ্বাসী শিরকবাদীরা যেরূপ তাদের উপাস্য প্রস্তর-প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর অনুগৃহীত দেব-দেবীর প্রতিচ্ছবি বলে মনে করে, খৃষ্টানরাও তদ্রূপ যিশুখৃষ্টকে আল্লাহর জাত পুত্র' বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক ঘোষণা করছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী ও ভ্রান্ত। সর্বশক্তিমান পবিত্রতম আল্লাহর পক্ষে সন্তান জন্ম দান করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতেই পুত্র-কন্যা মনোনীত করে নিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জন্য ওইরূপ পুত্র-কন্যা অথবা শরীক ও উত্তরাধিকারীরের কোনই প্রয়োজন নেই।

وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۬ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۬ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ

অ ইন্ তাশ্কুরূ ইয়ার্দ্বোয়াহু লাকুম্; অলা-তাযিরু ওয়া-যিরাতুঁও ওয়িয্রা উখ্রা—; ছুম্মা ইলা-রব্বিকুম্ মার্জ্বি'উকুম্
তোমরা শোকর গুজার হও, এতে তিনি সম্মত। একজন আরেক জনের বোঝা বহন করবে না। পরে রবের কাছেই তোমাদের

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۬ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ

ফাইয়ুনাব্বিয়ুকুম্ বিমা-কুন্তুম্ তা'মালূন্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিস্ সুদূর্। ৮। অইযা-মাস্সাল্ ইন্সা-না
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তোমাদের কর্ম জানাবেন; তিনি অন্তরের বিষয় অবগত। (৮) আর যখন মানুষকে দুঃখ স্পর্শ

ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ

দ্বুররুন্ দা'আ রব্বাহূ মুনীবান্ ইলাইহি ছুম্মা ইযা-খাওয়্যালাহূ নি'মাতাম্ মিন্হু নাসিয়া মা-কা-না ইয়াদ্'উ ~ ইলাইহি
করে, তখন সে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে আহ্বান করে; আর তাদের প্রতি যখন তিনি দয়া করেন, তখন সে ভুলে যায় পূর্বের বিষয়টি।

مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۬ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ

মিন্ ক্বব্লু অজ্বা'আলা লিল্লা-হি আন্দা-দাল্ লিইয়ুদ্বিল্লা 'আন্ সাবীলিহ্; ক্বুল্ তামাত্তা' বিকুফ্রিকা ক্বলীলান্ ইন্নাকা
তারা আল্লাহর শরীক দাঁড় করায় অন্যকে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট করতে। আপনি বলুন, কুফুরীর মধ্যে থেকে কিছু ভোগ করে নেও।

مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۝٨ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ

মিন্ আছ্হা-বিন্ না-র্। ৯। আম্মান্ হুওয়া ক্বা-নিতুন্ আ-না — য়াল্ লাইলি সা-জ্বিদাঁও অ ক্বা — য়িমাইঁ ইয়াহ্যারুল্ আ-খিরতা
নিশ্চয়ই তুমি তো জাহান্নামী। (৯) আর সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে রাতে সেজদায় ও দাঁড়িয়ে এবাদত করে, আর

وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۬ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۬

অ ইয়ার্জু রহ্মাতা রব্বিহ্; ক্বুল্ হাল্ ইয়াস্তাওয়িল্ লাযীনা ইয়া'লামূনা অল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূন্;
পরকালকে ভয় করে, রবের অনুগ্রহ কামনা করে; আপনি বলে দিন, যারা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, তারা কি সমান হতে পারে?

ع ১ ৯ ১৫ রুকূ

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝١٠ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۬ لِلَّذِيْنَ

ইন্নামা-ইয়াতাযাক্কারু উলুল্ আল্বা-ব্। ১০। ক্বুল্ ইয়া-'ইবা-দিল্লাযীনা আ-মানুত্তাক্বূ রব্বাকুম্; লিল্লাযীনা
যারা জ্ঞানী তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। (১০) আপনি বলুন, হে মু'মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর।

اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۬ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۬ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ

আহ্সানূ ফী হা-যিহিদ্ দুন্ইয়া-হাসানাহ্;অ আর্দ্বুল্লা-হি ওয়া- সি'আহ্;ইন্নামা ইয়ুওয়াফ্ফাছ্ ছোয়া-বিরূনা
আর যারা কল্যাণ করে তাদের জন্য দুনিয়ায় উত্তম বিনিময় রয়েছে। আল্লাহর যমীন বিস্তৃত। নিশ্চয়ই যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে

اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝١١ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝

আজ্রহুম্ বিগইরি হিসা-ব্। ১১। ক্বুল্ ইন্নী ~ উমির্তু আন্ আ'বুদাল্লা-হা মুখ্লিছোয়াল্ লাহুদ্ দীন্।
অগণিত প্রতিদান প্রদান করা হবে। (১১) আপনি বলে দিন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদতের জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

(১২) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (১৩) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

১২। অ উমিরতু লিআন্ আকূনা আউয়্যালাল্ মুস্লিমীন্। ১৩। ক্বুল্ ইন্নী ~ আখ-ফু ইন্ 'আছোয়াইতু
(১২) আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি অগ্রগামী মুসলিম হই। (১৩) আপনি বলুন, আমি আমার রবের অবাধ্য হলে

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (১৪) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (১৫) فَاعْبُدُوا مَا

রব্বী 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ১৪। ক্বুলিল্লা-হা আ'বুদু মুখ্লিছোয়াল্ লাহূ দ্বীনী। ১৫। ফা'বুদূ মা-
আমি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (১৪) আপনি বলুন, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করি। (১৫) সুতরাং তোমরা ইবাদত

شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ

শি''তুম্ মিন্ দূনিহ্; ক্বুল্ ইন্নাল্ খ-সিরীনাল্ লাযীনা খসিরূ ~ আন্ফুসাহুম্ অআহ্লীহিম্ ইয়াওমাল্
কর আল্লাহ ছাড়া যাকে ইচ্ছা; আপনি বলুন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা পরকালে নিজেদের দিক হতে এবং পরিবারের দিক হতে

الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (১৬) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ

ক্বিয়া-মাহ্; আলা-যা-লিকা হুওয়াল্ খুস্র-নুল্ মুবীন্। ১৬। লাহুম্ মিন্ ফাওক্বিহিম্ জুলালুম্ মিনান্না-রি
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেনে রেখো তা'ই স্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য থাকবে অগ্নির আচ্ছাদন তাদের উপরের দিক হতেও

وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (১৭) وَالَّذِينَ

অমিন্ তাহ্তিহিম্ জুলাল্; যা-লিকা ইয়ুখওয়িয়্যিফুল্লা-হু বিহী 'ইবা-দাহ্; ইয়া-'ইবা-দি ফাত্তাক্বূন্। ১৭। অল্লাযীনা জ্ব
এবং তাদের নিচের দিক হতেও। এটা দিয়ে আল্লাহ বান্দাহকে সাবধান করুন, হে বান্দাহরা! ভয় কর। (১৭) আর যারা

اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞

তানাবুত্ব্ ত্বোয়া-গূতা আইঁ ইয়া'বুদূহা-অআনা-বূ ~ ইলাল্লা-হি লাহুমুল্ বুশ্রা-ফাবাশ্শির্ 'ইবা-দ্।
আল্লাহদ্রোহিতা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, আমার বান্দাহদেরকে সুখবর দাও।

(১৮) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

১৮। আল্লাযীনা ইয়াস্তামি'উ নাল্ ক্বওলা ফাইয়াত্তাবি'উনা আহ্সানাহ্; উলা — য়িকাল্ লাযীনা হাদা-হুমুল্লা-হু
(১৮) যারা মন দিয়ে কথা শুনে, যেটি উত্তম সেটি মেনে মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে। আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে

وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (১৯) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۗ أَفَأَنْتَ

অ উলা— য়িকাহুম্ উলুল্ আল্বা-ব্। ১৯। আফামান্ হাক্ব ক্ব 'আলাইহি কালিমাতুল্ 'আযা-ব্; আফায়ান্তা
পরিচালিত করেন, এরা তারা যারা জ্ঞানবান। (১৯) অতঃপর যার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি এমন ব্যক্তিকে

টীকা-১। আয়াত-১৭ঃ যদিও বিভিন্ন তাফসীরে লিখিত আছে যে, এই আয়াতটি আবূ যর গিফারী (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) ও
ইবনে আমর (রাঃ) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ইবনে কাছীর (রঃ) এটিও বিশুদ্ধ মনে করেন যে. আল্লাহর রাসূল (ছঃ) এর যুগে,
ছাহাবাদের যুগে, বর্তমান যুগে বা যেই কোন সময়েই যেই কেউ মূর্তিপূজা বর্জন করে একত্ববাদ গ্রহণ করল, এ ধরনের সকলের জন্য
এ আয়াতটি সত্য হতে পারে। (ইবঃ কাঃ শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ঃ মহানবী (ছঃ) সমস্ত কোরাইশদের ইসলাম গ্রহণ করবার আশা
করতেন। কিন্তু তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলনা; বরং তারা তাঁকে বিভিন্নভাবে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকত। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত
হতেন। এজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশে আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (ইবঃ কাঃ ও তাফঃ খাযেন)

تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ ﴿٢٠﴾ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ

তুন্‌ক্বিযু মান্ ফিন্না-র্। ২০। লা-কিনিল্ লাযীনাত্ তাক্বাও রব্বাহুম্ লাহুম্ গুরাফুম্ মিন্ ফাওক্বিহা-গুরাফুম্

জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রাসাদের ওপর

مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢١﴾ أَلَمْ

মাবনিয়্যাতুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-র্; ওয়া'দাল্লা-হ্; লা-ইয়ুখ্‌লিফুল্লা-হুল্ মী'আ-দ্। ২১। আলাম্

নির্মিত প্রাসাদ, যার পাদদেশে নহরসমূহ সদা প্রবাহিত, এটা আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (২১) আপনি

تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ

তারা আন্নাল্লা-হা আন্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাসালাকাহূ ইয়ানা-বী'আ ফিল্ আর্‌দ্বি ছুম্মা ইয়ুখ্‌রিজু

কি দেখেন না, আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যমীনে নদীসমূহ পূর্ণ করে দেন, অতঃপর তা দিয়ে বিভিন্ন রং

بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

বিহী যার্'আম্ মুখ্‌তালিফান্ আল্‌ওয়া- নুহূ ছুম্মা ইয়াহীজু ফাতার-হু মুছ্‌ফার্‌রান্ ছুম্মা ইয়াজ্ 'আলুহূ হুত্বোয়া-মা-; ইন্না ফী যা-লিকা

২ এর শস্য ফলিয়ে থাকেন, পরে যখন শুকায়ে পীতবর্ণ দেখে থাকেন, তাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ খড় কুটায় পরিণত করেন? এতে রয়েছে

ع ১২ ১৬ রুকু

لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢٢﴾ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن

লাযিক্‌রা- লিউলিল্ আল্‌বা-ব্। ২২। আফামান্ শারহাল্লা-হু ছোয়াদ্‌রহূ লিল্‌ইস্‌লা-মি ফাহুওয়া 'আলা-নূরিম্ মির্

যারা জ্ঞানী তাদের জন্য উপদেশ।(২২) অনন্তর আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন সে রবের নূরের মাঝে

رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ اللَّهُ نَزَّلَ

রব্বিহ; ফাওয়াইলুল্লিল্ ক্বা-সিয়াতি ক্বুলূবুহুম্ মিন্ যিকরিল্লা-হ্; উলা — য়িকা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ২৩। আল্লা-হু নায্‌যালা

রয়েছে। আল্লাহর স্মরণ হতে যাদের মন শক্ত তাদেরই ধ্বংস অনিবার্য। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ উত্তম

أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

আহ্‌সানাল্ হাদীছি কিতা-বাম্ মুতাশা-বিহাম্ মাছা-নিয়া তাক্বশ্‌আই'র্‌রু মিন্‌হু জুলূ দুল্লাযীনা ইয়াখ্‌শাওনা

বাণীর কিতাব নাযিল করলেন, যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

আয়াত-২৩ ঃ এই আয়াতে পবিত্র কোরআনের অলৌকিক বিশেষত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, তিনি এটি নাযিল করেছেন। এটি কোন মানব বা দানবের রচিত গল্প উপন্যাস অথবা কবির কল্পিত বাক্য বা কবিতা নয়; বরং এটি এরূপ অনুপম প্রত্যাদেশ ও উৎকৃষ্টতর বাক্য যে, কাব্য উপন্যাসের আবিলতা ও অশ্লীলতার লেশমাত্রও এতে নেই। দ্বিতীয়তঃ এটি সাদৃশ্যাত্মক ও আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর জীবনে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপি অবতীর্ণ হলেও এর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনরূপ অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হবে না। কোন মানব রচিত গ্রন্থের আদ্যপান্ত এরূপ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যাত্মকভাবে সুরক্ষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অধিকন্তু এটি আবৃত্তিকারী গ্রন্থ। কারণ এ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ নামাযে ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ পাঠ করতে হয় এবং যতই অধিকবার পাঠ করা যায়, মানবের অন্তর ততই সুকোমল ও বিগলিত হয়ে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এটি আবৃত্তিকারীর পাঠস্পৃহা ততই বর্দ্ধিত হতে থাকে। কোন মানব রচিত গ্রন্থে এ গুণ থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, তা যতই উৎকৃষ্টতর রচনা হোক না কেন, একবার বা দুবার পাঠ করলেই তা পাঠের স্পৃহা প্রশমিত হয়ে থাকে। ফলতঃ পবিত্র কোরআন ভিন্ন জগতের আর কোন গ্রন্থেরই এ সমস্ত অলৌকিক বৈশিষ্ট্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, এ মহাগ্রন্থ পাঠে সত্যের জন্য যাদের অন্তর বিকশিত অথবা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হবে, তাদের জন্য জগতের আর কোনই পথ-প্রদর্শক নেই এবং তারা কখনই সুপথ পাবে না।

رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ

রব্বাহুম্ ছুম্মা তালীনু জ্বুলূদুহুম্ অক্বুলূবুহুম্ ইলা-যিক্‌রিল্লা-হ্; যা-লিকা হুদাল্লা-হি ইয়াহ্‌দী বিহী
তাদের দেহ ও অন্তর শান্ত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে, এটাই আল্লাহর হেদায়াত, ইচ্ছামত হেদায়ত প্রদান করেন,

مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٤﴾ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ

মাইঁ ইয়াশা — য়ূ; অমাইঁ ইয়ুদ্বলিলিল্লা-হু ফামা-লাহূ মিন্ হা-দ্। ২৪। আফামাইঁ ইয়াত্তাক্বী বিঅজ্বহিহী সূ — য়াল্
আল্লাহ্ যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তার আর কোন পথ প্রদর্শক নেই। (২৪) অনন্তর যে পরকালে নিজের মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন

الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٥﴾ كَذَّبَ

'আযা-বি ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; অক্বীলা লিজ্‌জোয়া-লিমীনা যূক্বূ মা-কুন্‌তুম্ তাক্‌সিবূন্। ২৫। কায্‌যাবাল
আযাব ঠেকাতে চাইবে এমন জালিমদেরকে বলা হবে, তোমাদের অর্জিত শাস্তি তোমরা ভোগ কর। (২৫) অস্বীকার করেছিল

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ

লাযীনা মিন্ ক্বব্‌লিহিম্ ফাআতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্ হাইছু লা-ইয়াশ্ 'উরূন্। ২৬। ফাআযা-ক্বাহুমু ল্লা-হুল্
তাদের পূর্ববর্তীরাও, ফলে তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের উপর কল্পনাতীত আযাবও এসেছিল। (২৬) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে

الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ

খিয্‌ইয়া-ফিল্ হাইয়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-অলা'আযা-বুল্ আ-খিরতি আকবার্। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ২৭। অলাক্বদ্
দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, পরকালের আযাব তো আরও ভয়াবহ, যদি তারা জানত। (২৭) আর আমি তো

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٨﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

দ্বোয়ারব্‌না-লিন্না-সি ফী হা-যাল্ ক্বুরআ-নি মিন্ কুল্লি মাছালিল্ লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্। ২৮। ক্বুরআ-নান্ 'আরাবিয়্যান্
এ কোরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রদান করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৮) এ কোরআন আরবী ভাষায়,

غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٩﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

গইর যী 'ইওয়াজ্বিল্লা'আল্লা-হুম্ ইয়াত্তাকূন্। ২৯। দ্বোয়ারাবাল্লা-হু মাছালার্ রাজুলান্ ফীহি শুরকা — য়ু মুতাশা-কিসূনা
বক্রতাহীন, যেন সাবধান হয়। (২৯) আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিলেন, এক লোক যার মত-দ্বন্দ্ব সম্পন্ন কয়েকজন অংশীদার

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٭

অরজুলান্ সালামাল্লি রজুল্; হাল্ ইয়াস্‌তাওয়িয়াইয়া-নি মাছালা-; আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্।
আছে, অন্য লোক যে একজনের। এ দুজনের অবস্থা কি সমান? আল্লাহরই সকল প্রশংসা। অধিকাংশই এটা জানে না।

﴿٣٠﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ٭

৩০। ইন্নাকা মাইয়্যিতুঁও অইন্নাহুম্ মাইয়্যিতূন্। ৩১। ছুম্মা ইন্নাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি 'ইন্দা রব্বিকুম্ তাখ্‌তাসিমূন্।
(৩০) নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল, তারাও মরণশীল। (৩১) অতঃপর পরকালে তারা রবের সামনে পরস্পর বিতর্ক করবে।

ওয়াক্বফে লাযেম

ع ৩ ১০ ১৭ রুকু